মহাভারত নাট্য কাব্য হইতে সংগৃহিত।

ন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আধ্যাত্মিক ছবি

বা

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

দৃশ্য কাব্য।

মহাভারত নাট্য কাব্য হইতে সংগৃহিত।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA.

PRINTED BY NUNDO MOHUN BANERJEE & CO.,

AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,

No. 4, Garstin's Place.

1889.

নিবেদন।



মহাভারত বিরাটগ্রন্থ। ইহার মূল্য ও অধিক। অনেকে ইহার পুরা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কয়েক জন বন্ধু বিশেষের বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া, সাধারণপাঠকবর্গের সুবিধার্থ, আমরা মহাভারত হইতে এক একটি বিষয় নির্ব্বাচন করতঃ এক এক খানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুলভ করা গেল।

নিবেদক,

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ।
কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ্জহ॥
ইতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি।
দঙ্ক্ষ্যতিস্ম কুলাঙ্গারং চোদিতোমে ততদ্রুহং॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥"

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গ্রন্থসূচনা।

(নৈমিষারণ্য)

শৌনক, উগ্রশ্রবাঃ ও মহর্ষিগণ।

শৌনক। ঈশ্বর-প্রসাদে বৎস, পেয়েছি তোমায়,
তব গুণ এক মুখে বর্ণনা না যায়।
ভয়ঙ্কর-দুস্তর-ভারত-পারাবারে
হইয়াছ ভাসমান লয়ে সবাকারে।
কতদিনে কূল পাব বলিতে না পারি,
এ অকূলে একমাত্র তুমি হে কাণ্ডারী।
রত্নাকর-মহাগ্রন্থ সমগ্র ভারত
কতদিনে শেষ হবে বল প্রিয়ম্বদ!

উগ্রশ্রবাঃ। এখনো ভারতকূলে করি অবস্থান,
কবে পার হব প্রভো, না হয় প্রমাণ।
অনন্ত রজনী এই কবে পোহাইবে,
ক্ষীণবুদ্ধি উগ্রশ্রবাঃ কেমনে বলিবে?
শ্রীহরির নাম লয়ে দিতেছি সাঁতার,
অবশ্যই পার হব ভারত-পাথার।
ধৈর্য্য বিনা আর নাহি মোদের উপায়,
প্রাণ সঁপিয়াছি দেব, এ অধ্যবসায়।

শৌনক। সাধু—সাধু—ধন্য ধৈর্য্য ধন্য তব মন,
ধন্য হ'ল তব গুণে নৈমিষ-কানন!
কদ্রু ও বিনতাদ্বন্দ্ব, সমুদ্র-মন্থন,
আস্তীকপর্ব্বেতে বৎস, করিনু শ্রবণ;
অবশিষ্ট এবে যাহা করহে পূরণ।

উগ্রশ্রবাঃ। পরীক্ষিৎ-ব্রহ্মশাপ অপূর্ব্ব বিষয়,
করিব প্রচার এবে শুন মহাশয়!

কলি-নিগ্রহ।

নাট্যসূচনা।

(সরস্বতীতীর)

বৃষরূপী ধর্ম্ম ও গোরূপা পৃথিবী।

ধর্ম্ম। কেন মা ধরিত্রীদেবি, এত শোকাকুলা?
কি খেদে অজস্র ধারা বহিছে নয়নে?
কেন মা বিবর্ণ ম্লান বদন তোমার,
অবিরাম হাহাকার কেন উঠে মুখে?
আমার এ দশা দেখি তাই কি জননি,
সন্তাপিতা হইতেছ মুর্ম্মূর জ্বালায়?
কি ব্যথা অন্তরে তব কহ গো প্রকাশি,
বল বল—নিবারণে হইব প্রয়াসী।
অথবা কি যজ্ঞভাগ হইল হরণ,—
তাই দেবগণ লাগি শোক মা তোমার?
অনাবৃষ্টি হইল কি? বল বল অশ্রুমুখি,
সতী নারী ত্যজিল কি প্রাণপতি ধনে?
সন্তান কি হতাদর জননীর কাছে?
ক্ষত্ররাজবীরগণ কলির প্রভাবে,
ব্রাহ্মণে কি অপমান করেছে ধরণি?
বেদ-অধ্যয়নে কি গো ব্রাহ্মণ বিরত?

কেন মাতঃ শোকাচ্ছন্ন অন্তর তোমার ?
অথবা কি চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণে না হেরে,
অবিরল চক্ষুজল ঢাল মা জননি ?
শোকের স্বরূপ কিবা কহ গো আমায়।

পৃথিবী। হা ধর্ম্ম! শোকের কথা কেন জিজ্ঞাসিছ ?
সর্ব্বসাক্ষী তুমি, তবু জান না কি হেতু ?
যাঁহার কৃপায় তুমি ওহে ধর্ম্মরাজ!
সর্ব্বলোক-সুখাবহ পাদচতুষ্টয়ে,
ছিলে হে বিরাজমান জগত মাঝারে ;
সত্য, শৌচ, দয়া, ত্যাগ, ক্রোধসংবরণ,
ওজস্বিতা, সংযমতা আদি নানা গুণে
সর্ব্বলোক-সাক্ষীরূপে ছিলে বিরাজিত ;
সেই সর্ব্বগুণধারী শ্রীনিবাস হরি,
আমারে অনাথা করে তোমারে ত্যজিয়ে,
কলির কুটিল ওহো দৃষ্টি এড়াইয়ে,
করিয়ে জগৎশূন্য গিয়াছেন চলি।
হা হা ধর্ম্ম! এ খেদের আছে কি অবধি ?
যাঁহার কটাক্ষ আশে ব্রহ্মাদি অমর,
বহু বর্ষ তপস্যায় ছিলেন মগন,
কমলবাসিনী দেবী কমললোচনে
নিত্য পূজা করিতেন হৃদয়কমলে ;—
আর কি গোলকনাথে পাব না ভূলোকে ?
সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত চরণ,
বুক পাতি নিয়তই ধরিতাম যবে,
ছার জ্ঞান হ'ত মোর ত্রিলোকী বিভব।
হায় হায় দুরন্ত কলির অভ্যুদয়ে,
আমার হৃদয়াধার ত্যজিল আমারে।
ভয়াবহ সুরাসুর সংগ্রামকালীন,

শত শত অক্ষৌহিনী দুর্ব্বিসহ ভার,
প্রপীড়িতা করিল রে আমায় যখন,
কে তখন মম ভার করিলা ধারণ ?
হা গোবিন্দ ! হা মধুসূদন !
আর কত কাল মোরে অচলা রাখিবে ?

(নেপথ্যে হুহুঙ্কার ও পদশব্দ)

ওই শোন ধর্ম্মরাজ, পাপ-অবতার
দুর্জ্জন সাক্ষাৎ কলি দেয় হুহুঙ্কার !
ওহো বুক ফেটে যায় কলিপদভরে,—
হা ধর্ম্ম—কি হবে—কে বাঁচাবে আমারে !
হা ধর্ম্মাত্মা পরীক্ষিৎ হস্তিনাধিপতি !
এখনো অলসে কেন ঘুমে অচেতন ?
তব রাজ্যে হইল কলির প্রাদুর্ভাব,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ হল তিরোভাব ।
এস রাজা, রক্ষা কর ধর্ম্ম ধরণীরে,
উভয়েই ভাসিতেছি শোকসিন্ধুনীরে ।

নেপথ্যে । ভয় নাই—ভয় নাই !—
পরীক্ষিৎ বিদ্যমানে হস্তিনার মাঝে,
অশ্রুনীর কার বক্ষ করিল প্লাবন ?
এ পর্য্যন্ত দেখি নাই কাহারো নয়ন,
হর্ষ বিনা শোকচিহ্নে হয়েছে চিহ্নিত ।

(পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরীক্ষিৎ । মৃণাল ধবলসম, সৌম্যকায় অনুপম,
কে তুমি হে বৃষরূপী কর অবস্থান ?
ত্রিপাদ বিহীন হয়ে এক পদে কেন,—

শোকার্ত্তের ন্যায় এবে কর বিচরণ ?
কার ভয়ে প্রকম্পিত শুভ্র দেহখানি ?
ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ কর কার ভয়ে ?
বহিছে অজস্র ধারা নয়নের কোণে,
সভীত অন্তরে কেন ইতস্ততঃ চাহ ?

(পৃথিবীর প্রতি)

দেহ গো সঠিক বার্ত্তা সুরভি-নন্দিনি !
তুমিও কিসের লাগি কর হাহাকার ?
হস্তিনার রাজা আমি নাম পরীক্ষিৎ,
মুছাতে নয়ন ধারা আছি উপস্থিত।

পৃথিবী। হা ধরানাথ !
রক্ষা কর অনাথিনী ধরারে তোমার,
ধর্ম্মরাজে রক্ষা কর ধর্ম্ম-অবতার !
এসেছে দুরন্ত কলি রাজত্বে তোমার,
পুণ্যময় পাণ্ডুরাজ্য দিতে ছারখার !
সতী নারী প্রপীড়িতা কলি অত্যাচারে,
ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব গেল—গেল একেবারে।
দেখ দেখ ধর্ম্মের কি শোচনীয় দশা !
কাঁপিছে কলির ভয়ে হইয়ে নিরাশা।
তুমি না রক্ষিলে বল কে রক্ষা করিবে,
অভাগিনী বসুন্ধরা কোথায় যাইবে ?

(নেপথ্যে হুহুঙ্কার)

ওই শোন মহারাজ তীব্র হুহুঙ্কার,—
আসিছে দুরন্ত কলি করি মহামার !
বাঁচাও ধর্ম্মেরে প্রভো, বাঁচাও ধরারে,
বাঁচাও হস্তিনাপুরী বধি' দুরাচারে !

পরীক্ষিৎ। স্থির হয়ে রহ সতি ভূধর-ধারিণি !
ধর্ম্মরাজ, স্থির হও—শান্ত কর প্রাণী।
দেখাব ধর্ম্মের জয়, কলির ও অভ্যুদয়
হবে না হবে না কভু হস্তিনার মাঝে,
নিভিবে কলির তেজ মম ধর্ম্মতেজে।

(প্রস্থান ও কলিকে নিগ্রহ করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ)

পরীক্ষিৎ। আরে পাপ, ধর্ম্মভয় হইল না তোর ?
কি সাহসে এসেছিস্ ধর্ম্মের রাজত্বে ?
কৃষ্ণ ও গাণ্ডীবধন্বা মহাবীরদ্বয়,
ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন বলি,
তাই কলি, এত দম্ভ হয়েছে বর্দ্ধিত ?
বিনা অপরাধে আহা নির্জ্জনে বিরলে,
কোন্ প্রাণে হত্যা কর ধর্ম্ম পৃথিবীরে ?
সুনিশ্চয় গুরুতর অপরাধী তুই,
সংহার—সংহার দণ্ড উপযুক্ত তোর !

(তরবারি উন্মোচন)

কলি। শরণপালন তুমি হে দীনতারণ !
রক্ষা কর রক্ষা কর দুরাত্মা কলিরে।
সহজেই পাপলিপ্সা উঠে মম মনে ;
হিংসা, হত্যা নিয়তই আমার আচার,
অধর্ম্ম প্রধান সখা সঙ্গে সঙ্গে ফেরে,
দয়া মায়া তাই মনে নাহি স্থান পায়।
অনার্য্যতা, কপটতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, লোভ,
এ দেহের অলঙ্কার হয়েছে আমার ;
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভবে কেমনে বুঝিব ?

যথা যাই ধর্ম্মিকেরা করেছে তাড়না,
কোথা পাই—সুখময় মনোনীত ঠাঁই ?
এই উন্মোচন কৈনু অধর্ম্মমুকুট,
তোমার দয়ার স্রোতে দিনু বিসর্জ্জন ।
হে ধর্ম্মরাজন্ ! মোর কি গতি হইবে ?

পরীক্ষিৎ । ভয় নাই—উঠ উঠ—অধর্ম্ম-সুহৃৎ !
প্রাণের আশঙ্কা তব ঘুচিল এখন ;
জেন' মনে রে দুর্জ্জন, রাজা পরীক্ষিৎ
শরণাগতের প্রতি না হয় নির্ম্মম ।
যখন শরণাগত হয়েছ আমার,
কিছু নাহি ভয় তব জেন' মনে সার ;
কিন্তু শুন, যদি চাহ শুভ আপনার,
কদাপি আমার রাজ্যে না পাবে আশ্রয় ।
সর্ব্বত্র সঞ্চারশালী অনিল সমান,
তোমার প্রচ্ছন্নগতি কার সাধ্য বুঝে ?
অতএব কহি পুনঃ শুন সাবধানে ;—
যথায় সত্যের জ্যোতিঃ পুর্ণ বিকশিত,
যথায় স্বর্গীয় ভাব সদা বিরাজিত,
যথায় যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ-সহকারে,
যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিরে করেন অর্চ্চনা,
যথায় নিয়ত হয় ব্রহ্ম-উপাসনা,
সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত ত্বরা কর পরিহার ।

কলি । এখনি এ ব্রহ্মাবর্ত্ত কৈনু পরিত্যাগ,
তোমার অমোঘ বাক্য এখনি পালিব ।
কিন্তু প্রভো, মনে বড় বিষম সংশয় ;
এই সসাগরা ধরা তোমারি অধীন,
সর্ব্বস্থান হেরি আমি ধর্ম্মেতে ভূষিত ।
হে রাজন্ ! কৃপা ক'রে বল কোথা যাব—

তোমার ও দৃষ্টি হতে কোথায় লুকাব ?

পরীক্ষিৎ। শুন কলি, বাসস্থান করেছি নির্দ্দেশ ;
পাপঅক্ষক্রীড়া যথা হয় অনুক্ষণ,
সুরাপান, নারীসঙ্গ, অবৈধ-হিংসন,
যথায় মত্ততা, সদা বিষয়-বিলাস,
এই সব পাপস্থানে করগে নিবাস।
মহা বিঘ্ন কাঞ্চন করিনু তোমা'দান,
যে স্বর্ণ হইতে সদা জন্মে মদ, কাম।
রজঃ, বৈর, মিথ্যা সনে কর গে বসতি,
বাক্য ধর—ত্যজ এবে হস্তিনা সম্প্রতি।

কলি। (স্বগত) আর অল্প দিন মাত্র সম্ভোগ তোমার,
কণ্টক স্বরূপ তুমি মম গম্য পথে।
যে দিন তোমার আত্মা ব্যোমে মিলাইবে,
সেই দিন মম তেজ ব্রহ্মাণ্ড জানিবে।
ঘরে ঘরে ঘটিবে কলির সংঘটন,
পাপের তরঙ্গে বিশ্ব করিব প্লাবন।

ইমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আস্তীকপর্ব্বাধ্যায়ান্তর্গত
পরীক্ষিৎ-ব্রহ্মশাপে কলি-নিগ্রহ সমাপ্ত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উপবন)

বনদেবীগণ।

গীত।

কীর্ত্তন মিশ্রিত (খাম্বাজ)।

হায় লো হায় মলয় দেখ দেয় না মৃদুল বায়,
বনের কুসুম মনের দুখে ফুট্‌তে নাহি চায়।
বনরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী লো,—
দেখ সভীত গমনে ধায়;
আহা, কেঁদে উঠে মনপ্রাণী লো,
আসে মৃগয়াপ্রিয় মৃগয়ায়!
আহা—কাঁদিছে বনের পাখী, শোকে তরুডালে শির রাখি,
বুঝি—বুঝেছে বুঝেছে সই, রোষে রাজা আসে ওই,—
কি হবে লো—কি হবে লো,
কাঁদে তরুলতা নীরবে লো,—
রাজার্ এই কি কপালে ছিল;—
ব্রহ্মশাপে মনস্তাপে তনুমন ডালি দিল;
করম-ফল কে কাটে বল, যা হবার তাই হয়ে যায়,
চোখেতে ত' আর দেখিতে পারি না,—
হেথা হতে তবে আয় লো আয়।

(প্রস্থান)

শূন্যে ব্যোমচরগণের প্রকাশ।

গীত।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

ভো ধরম-সহায় !
গভীর স্থিরমনা—মৌনবান মহাঋষি ভায়,
(কেন ক্রোধে অনল)
ধরম-রাজ রাখ বচন,
মগন কেন পাপ রচন ?
নিন্দিছে দেবতাগণ ক্ষেম' ক্ষেম' মৃগয়ায়,—
(হের উঠে গরল)

(তিরোভাব)

সশস্ত্র পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরীক্ষিৎ। কোথা হ'তে ভেসে আসে অভ্রান্ত সঙ্গীত ?
বিচলিত হইল এ চিত;
উদাস-কল্লোলে প্রাণ ভাসিয়ে চলিল,
মনোমাঝে কি জানি কি ফুটিয়ে উঠিল !
কে গাহিল এ সুন্দর গান ?
একি, প্রাণ কেন উচাটন !
মৃগয়ায় প্রাণ ডুবে আছে ;
তবে কেন ভাবান্তর হতেছে আমার ?
সূক্ষ্মদৃষ্টে দেখ পরীক্ষিৎ,
কার ছায়া হতেছে সমীপ,
ছায়া যেন করিছে বারণ,

পায় পায় ফেরে ছায়া একি অলক্ষণ!
না না—মম দৃষ্টিভ্রম!

(স্থির কর্ণে)

শুষ্ক পত্র হতেছে ঘর্ষণ!
বুঝি মৃগ করে পলায়ন;
সুসময় হইল উদয়,
স্থির লক্ষ্যে ধাই পাছু পাছু।—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



(কানন)

বেগে পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরীক্ষিৎ। ধিক্ লক্ষ্য! ব্যর্থ হ'ল অস্ত্রশিক্ষা আজি!
ছোটে যথা ক্ষিপ্ত তারা মহাব্যোমপথে,
বাসবের স্থির লক্ষ্য বজ্রের সমান,
তেমতি এ মহাবাণ মম;—
কি আশ্চর্য্য! সেই লক্ষ্য অব্যর্থ হইল?
এই দৃষ্টি হ'তে মৃগ চকিতে পলাল?
পুনঃ শুনি পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি।
ওই যায় ওই যায় দ্যাখ্‌রে নয়ন!
চল্ চুল্ ছুটে চল্ করিগে সন্ধান।

(শরযোজনা করিয়া প্রস্থানোন্মুখ ও সহসা নিরস্ত হইয়া)

ওহো ওহো কি আঘাত লাগিল মরমে!
যেন বক্ষ বিদরিয়া যায়,
কণ্ঠ তালু হইল নীরস;
মৃগয়ার নাহি সাধ আর,—
দারুণ পিপাসানলে জ্বলে প্রাণ আমার।
এক দিকে মৃগয়ার আশা,
অন্যদিকে প্রবল পিপাসা!
কোন্ দিকে গেলে শান্তি পাই?
কেন রে অয়স্ হৃদি হতেছ কোমল?
কেন তালু এতই নীরস?
ব্যাধব্রত করিয়ে ধারণ,
কেন মন হও রে উন্মন?
পরীক্ষিৎ, মৃগয়ায় হয়ো না বিমুখ,
পুনঃ ধাও মৃগ-অন্বেষণে!

(প্রস্থান)

মূর্ত্তিমতী দয়া ও মায়ার প্রকাশ।

গীত।

সাহানাবাহার—যৎ।

ভাবি মনে চিরদিন জগতে রাখিব কোলে,
দয়া মায়া মহাশিক্ষা কানে কানে দিব বোলে।
জগত শুনে না কথা, ছুটে যায় হেথা সেথা,
আঁচলে বাঁধিতে যাই অমনি পলায় ছ'লে।
দূরে—অতি দূরে থাকি ইঙ্গিতে বারণ করি,

যাস্‌নে অবোধ শিশু,　　আসে কাল বিভাবরী ;
পাগল শুনে না মানা,　　স্থান তার নাহি জানা,
বিপথে পড়িয়ে শেষে,　　কেঁদে কেঁদে পড়ে ঢোলে।

(তিরোভাব)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(আশ্রম—অদূরে বন)

ধ্যানমগ্ন মহর্ষি শমীক উপবিষ্ট।

নেপথ্যে পরীক্ষিৎ। জল দাও জল দাও—কে আছ হেথায়!
বীর্য্যহীন অভাজন আমি পরীক্ষিৎ,
পরিশ্রান্ত মৃগয়ার শ্রমে ;
যে কেহ হেথায় থাক, তৃষিতের কথা রাখ,
জল দিয়ে রক্ষ' মোর প্রাণ।
হায় হায়,—
অভাগার ভাগ্যদোষে নিস্তব্ধ বিজন।
ওই হেরি সুন্দর আশ্রম—শান্তি-নিকেতন,
আহা, দেখে জুড়াল এ সন্তপ্ত জীবন!
আশ্রমিক, ধন্য হ'ল রাজা পরীক্ষিৎ।

(পরীক্ষিতের প্রবেশ ও শমীক মুনির নিকট
জানু পাতিয়া করযোড়ে)

হে মুনি-সত্তম!

কৃপা ক'রে তৃষিতের ধরহ বচন।
পিপাসায় প্রাণ মম বড়ই আকুল,
জল দিয়ে বাঁচাও আমায়।
আসিয়াছে পরীক্ষিৎ তব সন্নিধানে,
বিন্দুমাত্র বারিদানে রক্ষ' তারে দেব!
বলবতী ক্ষুৎপিপাসায়
অন্তস্থল ফেটে যায় প্রভো!
অভ্যাগত দুয়ারে তোমার,
জল দিয়ে কর হে সৎকার!
একি, স্পন্দহীন কি হেতু তপস্বী?
নির্ব্বাক—নিশ্চল—
নিথর ভূধর সম কেন অবস্থিত?
সত্যই কি ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি,
মন, প্রাণ, বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয় পঞ্চম,
সন্নিবেশ করিয়াছে পরমেশধ্যানে?
জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন হয়েছে বিলীন!
নাহি ক্রিয়া দৈহিক নিয়মে,
শব সম সমাচ্ছন্ন আপন-সংযমে!
অথবা এ কপট সন্ন্যাসী,
আমারে ক্ষত্রিয়াধম করি বিবেচনা,
কপট সমাধি এবে করেছে আশ্রয়?
কি করি! এদিকে ক্রমে হতেছি বিবশ,
হায় রে বিবেকশূন্য হইনু এখন!

(চিন্তা; সহসা ক্রোধান্ধ হইয়া)

রে কপটী ভণ্ড বিপ্রাধম!
এই কি সন্ন্যাস আচরণ?
অতিথিসৎকারে তোর অন্ধ দু'নয়ন?

পিপাসার্ত্ত রাজা হস্তিনার,
তোর দ্বারে করে হাহাকার,
না পায় শুনিতে তোর পাপ-কর্ণদ্বয় ?
ধর্ম্মরাজ্যে বাস করি রে কপট যোগী !
অতিথি বিমুখ কর ?
রাজা আমি—রাজদণ্ড করেছি ধারণ—
তোর দণ্ড সর্ব্বাগ্রে উচিত !

(সত্বর শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া ভূমিতলে শরনিক্ষেপ ; একটি মৃত সর্প ধনুঅগ্রভাগে উত্তোলন পূর্ব্বক)

দেবরূপী অতিথিরে না কৈলে সৎকার,
এইরূপ দণ্ড তার হয় সমুচিত !

(শমীকের গলদেশে বেষ্টন করিয়া)

দণ্ডিতের দণ্ডভোগ দেখ বিশ্ববাসি !

(সদম্ভে প্রস্থান ও অলক্ষ্যে কৃশর প্রবেশ)

কৃশ। এই ত অতলে গেল ব্রহ্মের মাহাত্ম্য,
এই ত হইল ব্যর্থ ব্রহ্মের প্রকোপ !
জানি—জানি মুখেতে সকল ;—
এত বড় মুনি,—
যার তপে তাপিত মেদিনী,
পশুপক্ষী ভীত যার তপে,
দেখ দেখ কি দুর্দ্দশা হয়েছে তাহার !
শৃঙ্গী—শৃঙ্গী !
দর্প চূর্ণ কেমন হইল ?
জানিনু—মুখের শুধু বড়াই তোমার।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।



(কৌশিকীতট)

নেপথ্যে গীত।

মেঘমল্লার—ঝাঁপতাল।

তরঙ্গদল সাথ বারিধি ! কাঁহা ধাওয়ে,
দরশন তাঁর নান্ কি মিলাওয়ে ?
গভীর মৃদুরোলে, আপন রিঝ ভোলে,
একগতি—সমুছলে কাঁহা তুঁ উধাওয়ে ?
হামারি মন-বেগ তুঁহায়ে মিশাওয়ে,
নিমজি' লে' চল মায়ি, বিভুগুণ গাওয়ে ;
আথেরত দিবস, ইন্দ্রিয় অবশ,
কাল আঁধার রাশ, হোত চলি আওয়ে।



(শৃঙ্গীর প্রবেশ)

শৃঙ্গী। দীননাথ !
কত দিনে দিন দেবে দীন অধমেরে ?
প্রতিদিন আসি হে কৌশিকীতীরে ;
প্রাণ মন করি সমর্পণ,
মহাধ্যানে হই নিমগন,
একদিন (ও) হৃদয়েতে পাই না ত দেব?
প্রতিক্ষণ ভাবি প্রভো, নয়ন মুদিয়ে,

আঁধার অন্তর মম আলোকে পূরাবে,
ছিঁড়ে দিবে ভবের বাঁধনি,
ভ্রান্তপ্রাণে জ্ঞান দিবে ওহে জ্ঞানময়।
কিন্তু কৈ—হা দেব-দেব!
আর্ত্তনাদ কভু ত শোন না,—
প্রাণের বাসনা প্রাণে আপনি মিলায়।

(কৃশের প্রবেশ)

কৃশ। ছিছি শৃঙ্গী! মুখে শুধু আড়ম্বর তব?
এই কি হে যোগের মহিমা?
মুখের অসার কথা আর সাজিবে না।
যাঁর তেজে তেজীয়ান্ তুমি হে শৃঙ্গিন্!
স্বচক্ষে দেখেছি আজি দুর্দ্দশা তাঁহার।
শৃঙ্গী। কি বল কি বল ভাই! বাতুলের সম
একি অসংলগ্নবাণী কর উচ্চারণ?
বজ্রে গড়া দারুণ বিদ্রূপ,—
কার প্রতি লক্ষ্য তোমার?
কৃশ। যাঁহার দোহাই দিয়ে আমাসবাকার চেয়ে
বড় হও প্রত্যেক কথায়;
যাঁর বল নিয়ে ভাব মহাবলী আমি,
অপদার্থ জ্ঞান কর সমযুটিগণে;
সেই মহাব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপরায়ণ
মহামুনি তেজস্বী শমীক
মৃত সর্প গলে ধরি, আঁখি নিমীলিত করি
তস্করের প্রায় দণ্ড করিছে সম্ভোগ,
আর—হেথা তাঁর পুত্র কি না নিদ্রায় বিভোর?
শৃঙ্গী। আরে আরে কি বল—কি বল—
মহাগুরু আমার পিতার নাম ধরি,

কি হেতু বিদ্রূপ কর মোরে ?
একি শুনি রে উন্মাদ ভ্রান্তিময় বাণী,
মৃত সর্প দোলে সত্য জনকের গলে ?
কেন—কিসে কার কাছে অপরাধী তিনি ?
বল ভাই, ধূ ধূ জ্বলে প্রাণ,
কেন রবে নিদ্রামগ্ন শৃঙ্গী সখা তব ?

কৃশ। শোন শৃঙ্গী,
বিস্ময়ময় ভীষণ ঘটনা!
পাণ্ডুকুলোদ্ভব মহারথী পরীক্ষিৎ রাজা,
মৃগয়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে
এসেছিল তপোমগ্ন শমীক সমীপে।
ত্রাহি স্বরে জল বলি করিল প্রার্থনা ;
তপস্যায় শমীকের বধির শ্রবণ,
নিশ্চল ইন্দ্রিয় তাঁর,
এ হেতু রাজার হাহাকার—
মর্ম্মভেদ করিল না তোমার পিতার।
ক্রোধে রাজা রাজবিধি বিধান দেখায়ে,
মৃত সর্প তুলে দিল তব পিতৃ গলে।
এই ত পিতার মান্য গেল রসাতলে!
পিতৃভক্ত তুমি যদি হও সুসন্তান,
এখনো দণ্ডায়মান এ কথা শুনিয়ে ?
আর স্পর্দ্ধা ক'রো না শৃঙ্গিন্!
বিশ্বে তব চিরদিন অযশ ঘুষিবে।

শৃঙ্গী। (ক্রোধোন্মত্ত হইয়া)
রে—রে—কি শুনালি কি শুনালি মোরে!
এর চেয়ে মৃত্যুও যে শ্রেয়স্কর মম!
বল্ বল্ কৃশ,
এখনো কি যোগ ভঙ্গ হয়নি পিতার ?

এখনো নয়ন তাঁর রোষ-রক্তিমায়
হয়নি কি পরিণত ?

কৃশ। তপস্যায় তাপসের
প্রাণ যদি হয় বহির্গত,
তাতেও কি তপ ভঙ্গ হয় তাপসের ?
মহাযোগী ধ্যানমত্ত মহাদেব সম
গলে সর্প-উপবীত করেছে ধারণ !

শৃঙ্গী। ওঃ অসহ্য—অসহ্য—রে কৃশ !
অবিলম্বে ব্রহ্মবল দেখাব তোমায়।
যদি জন্ম হয়ে থাকে শমীক ঔরসে,
ত্রিসন্ধ্যা—গায়ত্রী উপসনা
যদি আমি করে থাকি ব্রহ্ম-আরাধনা,
তাহ'লে—তাহ'লে—
রে দর্পান্ধ—নৃপাধম—পাণ্ডুকুলাঙ্গার !—
এর ফল এখনি দেখিবি—

(কৌশিকীর জলে অবতরণ ও
আচমনাদি করিয়া)

ভো ব্রহ্মণ্যদেব !
অপরাধ নিয়ো না আমার !
পিতৃ-অপমানকারী মূঢ় পরীক্ষিতে
যথোচিত শাস্তি দিব,—দেখ ভগবন্ !
যেন নাহি স্পর্শে মোরে রাজহত্যা পাপ !
নমো নমো হে আদিত্যদেব !
লোকসাক্ষী কোটী চক্ষু দিয়ে
দেখিয়াছ পিতার দুর্দ্দশা !
শুন মা কৌশিকি !
দেশে দেশে পরীক্ষিৎ রাজার আচার

উত্তাল তরঙ্গ তুলে কর গে প্রচার।
সন্তাপ-অনলে কহি দগ্ধীভূত হয়ে,
শুন রে ব্রহ্মাণ্ড, শুন শুন দিক্‌পতি!
দেহ সবে অনুমতি,—
বিধ্বংস করিব পরীক্ষিতে।
আরে আরে নৃপতি-অধম!
এই কি রে রাজনৈতিক-ধরম?
ঈশ্বরের ধ্যানমগ্ন সেই মহাজনে
এইরূপে কৈলি অপমান?
ওঃ কত সবে প্রাণ!
যজ্ঞ-উপবীত ধরি গায়ত্রী জপিয়ে,
প্রাণের জ্বালায় কহি শুন ত্রিভুবন!

(এক গণ্ডুষ জল লইয়া)

যে দুরাত্মা নৃপাধম—
মদীয় পিতার স্কন্ধে মোহান্ধ হইয়ে
মৃত সর্প করেছে প্রদান,
কহি তায় খুলি মনপ্রাণ,
তীক্ষ্ণ বিষ আশীবিষ দুরন্ত তক্ষক,
সপ্তাহ ভিতরে তারে করিবে দংশন!
ইথে আর হবে না অন্যথা,
ব্রহ্মবল অবিলম্বে দেখুক জগৎ!

(উভয়ের প্রস্থান)

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।



(আশ্রম)

ধ্যানমগ্ন মহর্ষি শমীক উপবিষ্ট ।

শৃঙ্গী ও কৃশর প্রবেশ ।

শৃঙ্গী । হারে শৃঙ্গী !
কোন্ চক্ষে দেখিবি রে পিতার দুর্দ্দশা ?
ধিক্ প্রাণে !
এখনো এ পাপ দেহে আবদ্ধ রয়েছে !
হা নীচাশ—পাণ্ডুকুলাঙ্গার !
এই কি রে রাজ-ব্যবহার !
মহাযোগী মহাযোগে আছে নিমগন,
তাঁরে তুই কৈলি অপমান ?
সপ্ত দিন—সপ্ত দিন আয়ু ভোগ কর্
আসে ধীরে শিয়রে শমন তোর ।
আহা পিতঃ কিছুই জান না,
ভোর হয়ে আছ তত্ত্বধ্যানে,
চেয়ে দেখ সর্ব্বনাশ হয়েছে আশ্রমে ।
কৃশরে,—কি ক'রে আর স্বচক্ষে দেখি রে !
দেখ্ রে পিতার গলে মৃত সর্প দোলে ;—
ওরে,—অপমানে প্রাণ ফেটে অনল উথলে ।

কৃশ । নিবার' মনের গতি ওহে মতিমন্ !
অচিন্ত্য এ বিধির ঘটন
কার সাধ্য কে করে বারণ ভাই ?

ঘটনার স্রোতে ভেসে এল দুর্ম্মদ রাজেশ,
ঘটনায় মৃত নাগ মহর্ষির গলে ;
ঘটনা আমারে শৃঙ্গী উপলক্ষ করি
শুনাইল তোমার শ্রবণে,
ঘটনায় রাজ্যেশ্বর এবে আয়ুহীন।
বিস্মরণ কেন হও ভাই ?
বিশ্ব বাঁধা ঘটনার পাশে।
ক্রোধানলে শান্তিজল কর বরিষণ,
স্থির হয়ে কর্ত্তব্যের লও হে শরণ।

শৃঙ্গী। (অনুচ্চৈঃস্বরে)
পিতা ! পিতা !

শমীক। (নয়ন উন্মীলন করিয়া)
শূন্যহৃদে বহে গেল মমতা-পবন-
সুধারসে আপ্লুত হইল প্রাণ মন।
কেরে ধ্যান দিলি ভুলাইয়ে—
পিতা ব'লে কে আইলি ধেয়ে ?
কে ও কৃশ !
ও কে শৃঙ্গী !
কেন বৎস অসময়ে ডাকিলে আমায় ?
কেন কৈলে অহিতানুষ্ঠান ?
কথা কও—মৌনভাবে কেন ?

শৃঙ্গী। জন্মদাতা জনকেরে হেরি এ দশায়,
মৌন বিনা পুত্র আর রবে কোন ভাবে ?
অধিক কি বলিব পিতা গো,
চেয়ে দেখ নিজ গ্রীবাদেশে,
অস্পর্শীয় মৃত সর্প রয়েছে বেষ্টিয়ে।

শমীক। (নিজ গ্রীবাদেশে অবলোকন করিয়া)
আহা বৎস, শিশু তুই ;

এই জন্য এত শোকাকুল ?
বোধ হয় মাংসাশী বিহঙ্গ কোন
চঞ্চুপুটে মৃতসর্প করিয়ে গ্রহণ,
যেতেছিল উড়িয়া আকাশে ;
কি জানি—হয় ত সর্প তার চঞ্চু হ'তে,
মম ধ্যানকালে—
পড়িয়াছে আমার গলায়।
রে পাগল, এই জন্য এত মনস্তাপ ?
এই পরিত্যাগ কৈনু মৃত বিষধরে।

(গ্রীবা হইতে মৃত সর্প দূরে নিক্ষেপ করিয়া)

যাও বৎস স্থানান্তরে,
দেহ মোরে তপস্যা করিতে।

শৃঙ্গী। হা তাতঃ ! ক্ষমহ মোরে,—
মাংসাশী পক্ষীর কাজ নয় ঋষিরাজ।
পাপাশয় পিপাসু নৃপতি হস্তিনার,
মৃগয়ার বেশে আসি জল যাচ্ঞা তরে,
তব তপমগ্ন কালে এসেছিল হেথা।
হায় পিতা,
কি ব'লে বলিব আর মর্ম্মান্তিক কথা।
তৃষিতের আর্ত্তস্বর,
পশিল না শ্রবণে তোমার ;
ক্রোধে রাজা উন্মত্ত হইয়ে—

(নীরব)

শমীক। কি কি বল বল,—হয়ো না নীরব !
শৃঙ্গী। সাক্ষী আছ অনন্ত জগৎ,
বিনা দোষে নাহি দেছি শাপ।

ব্রাহ্মণের অপমান শুনি,
পিতার দুর্দ্দশা এই স্বকর্ণে শুনিয়ে,
জ্বলন্ত এ ব্রহ্মশাপ দিয়েছি রাজায়,
'তক্ষক দংশিবে তারে সপ্তাহ ভিতরে।'

শমীক। সর্ব্বনাশ!
কি করিলি— কি করিলি আরে রে অবোধ!
অভিশাপ দিলি ওরে রাজ-রাজেশ্বরে?
ওঃ বিঘূর্ণিত মস্তক আমার!
কে আছ কোথায়—বাঁচাও রাজায়,
বাঁচাও আমায় ঘোর পাপার্ণব হ'তে।

(মূর্চ্ছা)

শৃঙ্গী। কৃশ রে! না জানি মোর কি আছে কপালে,
মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে পিতা পড়িলা ভূতলে!
পিতা—পিতা ক্ষমা কর অজ্ঞান তনয়ে।

(চরণে পতন ও বেগে গৌরমুখের প্রবেশ)

গৌরমুখ। একি—একি সর্ব্বনাশ!
পিতা পুত্রে কি হেতু ভূতলে?
ওরে কৃশ, কি ঘটিল বল্ রে আমায়!

কৃশ। অপার সে শোকময় ভীষণ ঘটনা,
মোহগ্রস্ত মহর্ষিরে করহে সান্ত্বনা!
শৃঙ্গী, শৃঙ্গী, উঠ ভাই ত্যজি ধরাতল!

(কৃশ শৃঙ্গীর ও গৌরমুখ শমীকের প্রতি শুশ্রূষা)

শমীক। কি হ'ল রে—কি হবে উপায়—
অতিথিরে করেছি বিমুখ!
যে সে নয় হস্তিনার রাজ-অভ্যাগত!

আছিনু ধ্যানস্থ ;
সেই কালে পাণ্ডবের শেষের রতন,
এসেছিল মোর কাছে জলপ্রার্থী হ'য়ে।
হায় হায় সুধার্ম্মিক রাজ-রাজেশ্বরে
জল দিতে না পারিনু? ধিক্ রে আমায়!
ওরে মূর্খ, তায় পুনঃ দিলি অভিশাপ!
এই কি তপস্বীধর্ম্ম রাখিলি অবোধ?
দিয়ে অভিশাপ রাজহত্যাপাপ
স্বেচ্ছায় তুলিলি নিজ শিরে?
ধর্ম্মের অরাতি—রোষ-মদে মাতি,
ছিছি!
কি কুকর্ম্ম তুমি করিলে শৃঙ্গিন্!
পিতৃতুল্য হস্তিনাধিপতি,
পুত্র চেয়ে পালেন প্রজায়,
হায় হায়—
তারেই অর্পিলি হেন নিদারুণ শাপ?
নরপতি যদি অপরাধী,
তা' ব'লে কি দণ্ডনীয় প্রজার নিকটে?
বিশেষতঃ মহাত্মন্ পরীক্ষিৎ রাজা,
আপন প্রপিতামহ পাণ্ডু সম তেজা।
সেই ধর্ম্মপরায়ণ উত্তরা-তনয়,
শ্রান্ত হয়ে ক্ষুৎপিপাসায়,
এসেছিল আশ্রমে আমার।
আমি পাপী, এমন কি পুণ্য করিয়াছি
রাজ-অতিথিরে হায় করিব সৎকার?
ওরে কুলাঙ্গার!
জান না কি মনুর বিধান?
নরলোকে নরপতি

দশম-শ্রোত্রিয় সম বিধাতা পুরুষ।
ক্রোধ রিপুবশে,
অনায়াসে ভুলিলি রে ঋষির আচার?

শৃঙ্গী। হে তাতঃ, পিতৃ অপমান শুনি,
দারুণ আঘাত বক্ষে লেগেছে আমার,
করিবে নিপাত তাই তক্ষক তাহারে।
দুষ্কর্ম্ম সৎকর্ম্ম কিম্বা যাহাই হউক,
মোর কথা অন্যথা হবার নয় পিতা;
তক্ষক দংশন তার দণ্ড সমুচিত।—

শমীক। শুন পুত্র, ভালরূপে জানি আমি তোরে;
সত্যবাদী ব'লে তুই বিখ্যাত সংসারে,
সত্য তোর ফলিবে নিশ্চিত।
কিন্তু দুষ্ট, এত তুই ক্রোধন স্বভাব?
লক্ষ্য তোর এতই ভীষণ?
হায় হায়—গুরুদণ্ড অতি লঘু রোষে!
শুন শৃঙ্গী, উপদেশ মম;—
শান্তি গুণ করিয়ে আশ্রয়,
বন্য-মূল-ফলাদি ভক্ষণে,
ক্রমে ক্রমে ক্রোধের করহ উপশম,
নহে কভু না রবে নিস্তার তব।
ক্রোধ সম মহারিপু কি আছে জগতে?
সংযমীর ধর্ম্ম-ব্রত নাশ করে ক্রোধ,
ক্রোধের নাহিক সীমা,—
ক্রোধবশে ধর্ম্মশীল না পায় সদ্গতি।
শমগুণ শুভকারী ঋষি তপস্বীর,
শমগুণ কর রে আশ্রয়;
ইহলোকে পরলোকে সর্ব্বত্র ক্ষমার জয়।
ক্ষমাশীল জিতেন্দ্রিয় জন,

গোলোকে সালোক্য পায়,
ভবক্লেশ না রয় তাহার,
চরমে পরম পদ পায় সেই জন।
ওহো,
পলে পলে ক্রমেই যে কাল বহে যায়,
সপ্ত দিন সপ্ত পলে হইবে নিঃশেষ।
কি কর হে গৌরমুখ, নীরবে ভাবিয়ে?
যাও যাও হস্তিনায়,
নিবেদ' রাজারে এই অশুভ সংবাদ।

গৌরমুখ। বজ্রাঘাত হ'ল আজি হস্তিনা নগরে!
রে রসনা,
কেমনে গাইবি তুই অশুভ রাজার?
মর্ম্মভেদী অভিশাপ,
কি বলিয়ে
রাজার সম্মুখে তুই করিবি প্রচার?
হা দর্পী শমীক-সুত!
ভাল কীর্ত্তি রাখিলে ধরায়!
যোগফল এই কি তোমার?
মহারাজ,
অচিরাৎ কালতৃষ্ণা মিটিবে তোমার;
শৃঙ্গী-রোষানল হ'তে,
কোনরূপে নাহি ত্রাণ আর!—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মন্ত্র-ভবন)

পরীক্ষিৎ ও মন্ত্রী প্রভৃতি।

পরীক্ষিৎ। (অস্থির হইয়া)
উঃ তুষানলে দহিছে জীবন!
বিদ্ধ করে জ্বলন্ত কণ্টক।
ওরে—কি যন্ত্রণা—না হয় সান্ত্বনা!
কই—কই—এখনো এলনা?
ওই আসে—ওই আসে রোষদীপ্তচোখে।
এস—এস—এত ধীর কেন?
মন্ত্রপূত গণ্ডুষ সলিল,
দেহ মোর ছড়ায়ে শরীরে,
ভস্ম কর পাপী পরীক্ষিতে,—
মিটে যাক্ প্রবল পিপাসা।
কই—ও ত নয়—ও যে চলে যায়!
কি আশ্চর্য্য—একি হ'ল!
এখনো কেন না এল?
কই মন্ত্রী কোথা গেল—
দিন যে ফুরায়ে এল!—

মন্ত্রী। কেন মহারাজ, এত ভ্রান্ত আজ ?
কেন হেন উন্মাদ নেহারি ?
কে আসিবে তব পাশে, বল এ দাসেরে।
কেন প্রভো হতেছ অস্থির ?
কি বিকার অন্তরে তোমার,—
শূন্যদৃষ্টে কার আশে দেখ অনিমিষ ?
পরীক্ষিৎ। বিষ—বিষ—ব্রহ্মবিষ—শরীরে আমার !
ওই আসে—ওই আসে হুঙ্কারিয়া আসে।
দেখ দেখ—মৃত সর্প জীবন পাইল,
ফণিবর কাল-ফণা—গর্জ্জিয়ে তুলিল।
দংশিল—দংশিল—
আঃ—এতক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত হইল আমার !
মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ !—উন্মত্ত নৃপতি !
মহারাজ—মহারাজ !
পরীক্ষিৎ। আমি ত উন্মাদ নহি,
কেন সবে শঙ্কিত হতেছ ?
এখনো অটুট আছে প্রাণ,
এখনো সম্পূর্ণ আছে জ্ঞান ;—
বলিতে না পারি আর রব কতক্ষণ।
দেখ মন্ত্রীবর !
মৃগয়ায় বড় বস্তু লভিয়াছি আমি !
ব্রহ্মকোপ—ব্রহ্মকোপ !—
ওই আসে—ওই আসে—
ভীষণ বালক বেশে,—
এস এস শান্তি দাও আমার পরাণে !
জন্মেজয়। একি একি কেন পিতা উদ্ভ্রান্ত এমন ?
পিতা—পিতা !
পরীক্ষিৎ। পিপাসা—মন্ত্রীন্—পুনঃ দারুণ পিপাসা !

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ হয়েছে কুমার,
নাহি জানি কি কারণে ক্ষিপ্ত মহারাজা!
মৃগয়ায় ফিরে আসি হেরি এইরূপ।
ওই শুন উন্মত্ত প্রলাপ!

পরীক্ষিৎ। ওই ওই ওই যায় বাণবিদ্ধ মৃগ!
দে টঙ্কার—দে হুঙ্কার!—
আয় পিছে পিছে—কুরঙ্গ ধাইছে—
চল্ চল্ স্থির লক্ষ্যে চল্!
ওগো মুনিবর! কথা কও,—
দেখেছ কি এই পথে কুরঙ্গ যাইতে?
কৈ, দাও না উত্তর,—
পিপাসায় বড় যে আকুল আমি।
এক বিন্দু দেবে না কি জল,—
কণ্ঠতালু হবে না শীতল?
জল—জল—দাও জল—দাও জল—
বক্ষস্থল কর সুশীতল—
প্রাণ যায় রক্ষা কর!
কি—কি—আমি পরীক্ষিৎ—
অভিমন্যু বংশধর—উত্তরা-স্নেহের নিধি—
অপমান—মোরে অপমান?
ওহো—ওকি—ওকি!
উল্কা সম বেগে আসে জলন্ত অনলখণ্ড,—
সংবর্ত্তক বহ্নি যেন সম্মুখে আমার!
প্রাণ জ্বলে ব্রহ্মদণ্ডানলে,
রহি রহি লিহি লিহি অনলের শিখা,
আমারে বেষ্টন করি ঘোরে চতুর্দ্দিকে।
রাণি—রাণি—এস এস শেষ দেখা দাও,—
জন্মেজয়! আয় বাপ্ আয়—

চাঁদমুখ দেখিরে জন্মের মত।
কৈ—কোথা কোথা মোর আত্মীয় স্বজন ?
ওরে আয়—ওরে আয়—
প্রাণ যায়—প্রাণ যায় !—

জন্মেজয়। বাবা, বাবা, এই যে এই যে আমি—
কোলে কর বাবা, কেন কর গো এমন ?

পরীক্ষিৎ। পিপাসা ! মন্ত্রীন্—পুনঃ দারুণ পিপাসা !

জন্মেজয়। যাই যাই—শীঘ্র যাই,—
স্বর্ণপাত্র ভরি আনি সুশীতল বারি !

(প্রস্থান)

পরীক্ষিৎ। দেখ মন্ত্রী, হৃদি-তন্ত্রী যেন ছিন্ন হয়,
বুক ছিঁড়ে কে যেন রে প্রাণ টেনে লয় !
প্রজ্জলিত ব্রহ্মদণ্ড নাশিতে আমায়,
ওই আসে হের মন্ত্রীবর !
এতক্ষণ বুঝি তার চৈতন্য হয়েছে !
ওই দেখ রোষ-রক্ত চোখে,
রোষ-অগ্নি করি উদ্গীরণ,
ওই আসে—ওই আসে—ছেড়ে দে আমায় !

(জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র লইয়া বেগে জন্মেজয়ের প্রবেশ)

জন্মেজয়। পিতা—পিতা, পান কর সুশীতল বারি।

(পরীক্ষিৎ জলপাত্র দর্শনে দরদরিতধারে অশ্রু
বিসর্জ্জন ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি)

হা পিতা, কি হেতু পুত্রে কাঁদাইতে চাও ?

সুবাসিত শান্তিজল পিয়ে,
স্থির কর কণ্ঠতালু পিতঃ!

পরীক্ষিৎ। হা অজ্ঞান শিশু!
এ জলে কি মিটিবে রে প্রবল পিপাসা?
স্বর্ণপাত্রে জল—এ যে তুষানল সম!

মন্ত্রী। হে পাণ্ডুকুলরবি—
রাজ-রাজচক্রবর্ত্তী মহামতি ভূপ!
চঞ্চল বালক সম কি হেতু অধীর?
হতজ্ঞান হইতেছি হেরি ভাব তব।
আমি বুদ্ধিহীন,
যুক্তি না জুয়ায় রসনায়;—
মৃগয়ায় কি ঘটিল বল মহারাজ!
অসার প্রলাপবাক্য কেন রাজমুখে?

পরীক্ষিৎ। হে সচিব, কি বলিব—স্মৃতিলোপপ্রায়,—
জিহ্বা যে জড়ায়ে যায়,—
না পারি বলিতে সে যে ভীষণ ব্যাপার!
দেখ মন্ত্রী,—
একদিন গিয়াছিনু কাল-মৃগয়ায়,
কাল-মৃগ যেতে যেতে অরণ্যে মিশায়;
মোর বল ব্যঙ্গ করে যেন চলে যায়,
বক্ষ বিদরিয়া যায় কাল-পিপাসায়!
দেখ ওই বসে সেই কালের ছায়ায়,
ওই সেই রুদ্রমূর্ত্তি মোর পানে চায়।
জল দাও—জল দাও—মরি হে তৃষায়,
পরীক্ষিৎ তব স্থানে জল ভিক্ষা চায়।
দেখ মন্ত্রী, তবু দুষ্ট আঁখি না ফিরায়?
তাই মৃত সর্প তার দিনু রে গলায়!
এত লোক এত জন কেহ না কোথায়?

তাই ত এ বজ্রাঘাত হইল মাথায় !
তাই ওই ওই আসে দাও রে বিদায় !

জন্মেজয়। ওঃ এতক্ষণে বুঝিলাম সমস্ত ঘটনা !
মৃগয়ায় শ্রান্ত হয়ে জনক আমার,
হয় ত তপস্যামগ্ন কোন মুনি কাছে,
গিয়াছিলা জলপ্রার্থী হয়ে ;
পিতার কাতরবাণী পশেনি শ্রবণে তার,
তাই বুঝি মহারাজা রোষে অন্ধ হয়ে,
মৃত সর্প তাঁর গলে করিয়ে বেষ্টন—
অনুতাপে উদ্ভ্রান্ত এখন !
এতে আর শোকের বিষয় কিবা পিতঃ ?
অভ্যাগত জনে যেবা না করে সৎকার,
এইরূপ দণ্ড তার বদ্ধ নীতিমূলে।
অথবা হে পিতঃ ! যদি এতই শঙ্কিত,
আজ্ঞা দেহ নন্দনে তোমার !
সদলে গমন করি সেই ঋষি কাছে,
মৃত সর্প অলক্ষ্যে তুলিয়ে গ্রীবা হতে
সুদূরে নিক্ষেপ করি, তাঁহার চরণে ধরি
শত বার মাগি গে মার্জ্জনা ;
পুত্রের কামনা পিতা পূরাইতে দাও।

পরীক্ষিৎ। ওরে কোথা যাবি—মনে ব্যথা পাবি !
ওই শোন্ বায়স চীৎকার !
ওই শোন্ ঋষির হুঙ্কার !
শোন্ শোন্ আমার আদেশ শোন্ ;—
স্বর্ণপাত্র ফেলে দে—পাপ জল ঢেলে দে,
কোন বনে চলে যা—অতি দ্রুত চলে যা ;—
সেইরূপ সেইরূপ যেমন ঋষির গলে !
ফণি,কালফণা তুলে গভীর গরজি দোলে,—

মোর প্রতি লক্ষ্য করে ওই যে আসে রে চলে!
আয় নিয়ে আয়—কাল সাপ নিয়ে আয়,
দে জড়িয়ে আমার গলায় ;—
ওরে তোরা হরি বল্—আমারে লইয়ে চল্,—
হরিবোল—হরিবোল!—

(জনৈক দূতের প্রবেশ ও কম্প)

এসেছে কি? বল্ দূত,—কাঁপিস্ কি হেতু?
ভয় কি—কিসের ভয়? হউক তোমার জয়,—
কেহ কি আমার লাগি আছে অপেক্ষায়?

দূত। মহারাজ!
এসেছে তাপস এক তপোবন হ'তে ;
কিন্তু হায় নরনাথ!
বলিতে রসনা মম যায় বিদরিয়া!
অজস্র চক্ষের ধারে ভাসে সেই জন,
অতি দীন মলিন আকৃতি!
হেরি তাঁর ক্ষুণ্ণভাব সভাস্থ সকলে,
সমুৎসুক হইয়াছে তব আগমনে।

পরীক্ষিৎ। হরি বল—হরি বল!—ওই এল ওই এল!
হরি বল—হরি বল!—মোর সনে সবে চল!
হরি বল—হরি বল!—পাপ-প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।

(সকলের প্রস্থান)

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজোদ্যান)

সখীগণ।

গীত।

টোড়িমিশ্র—জলদ্ একতালা।

ওলো কি হ'ল সব ফুরাল—
হস্তিনায় কালনিশি কে আনিল—কে আনিল!
হায় এই কি কপালে ছিল, রাজার নিধন দেখিতে হ'ল,
বুঝে না মন বাড়ে রোদন, মনোবেদনে মরি লো;—
কোথা হে শ্রীমধুসূদন! দেখ পাণ্ডুকুল নাশিল!
হের ঐ আসে শোকে ভেসে, হারাইয়ে দিশে রাণী লো,
(আহা) দরদর ধার নয়নাসার— মুছাইয়ে দে' মুখানি লো!
কেঁদ না কেঁদ না সতি, পাবে পুনঃ প্রাণপতি,
ধরম পদে রাখ মতি, ঘুচিবে স্বজনী দীন গতি;—
ধৈর্য্য-পাষাণে বাঁধ লো প্রাণ, বিধির বিধান পূরিল।

পাগলিনীবেশে রাণীর প্রবেশ

রাণী। ওমা জগৎ-জননী তারা!
এই কি মা ছিল তোর মনে?

পতিধনে করিবি বঞ্চিত ?
কি দোষ করেছি মাগো তোমার চরণে,
কি দোষে দোষী মা মহারাজ ?
ওমা দুর্গে দুর্গতিনাশিনি !
কর মা দুর্গতি দূর অভাগী কন্যার !
ওরে কি হ'ল কি হ'ল—

(মূর্চ্ছা)

১ম সখী। হায়, পুনঃ একি সর্ব্বনাশ !
সখি সখি !

(পতন)

২য় সখী। ওরে বজ্রাঘাত হইল এ বুকে !

(পতন)

(বেগে জন্মেজয়ের প্রবেশ)

ওমা—মাগো,
তুইও কি ত্যজিলি আমায় ?
ওমা—ওঠ্ মা—কোলে নে মা !

রাণী। কে রে জন্মেজয় !
আয় বাবা, আয় আয়,
বজ্রাহত বুকে আয়,—
ওরে বল্ কোথা মহারাজ !

জন্মেজয়। মাগো,
কমল-কোরকে কীট করেছে প্রবেশ,
মিষ্ট ফলে হলাহল হয়েছে মিশ্রিত।
নীলাকাশ দেখিতাম সুন্দর বিমল,
তাতে মা বারিদ এবে করেছে আশ্রয় !
সংসার-সাগরে হায় নাহি পারাপার,

ধূ ধূ করে যত দূর দৃষ্টি চলে যায় !
এ অরণ্যে পথ নাই কণ্টকে পূরিত ;
এ প্রান্তরে নাহি জলাশয়,
শুধু হেরি মরীচিকাময় !
রবি নাই শশী নাই অন্ধ-ভব মাঝে,
নাহি বয় সুখ-সমীরণ !
ভাস্করের সৌরকর হয়েছে নির্ব্বাণ,
স্তীমিত হয়েছে চন্দ্র চিরদিন তরে,
ব্রহ্মাণ্ড উড়িছে মাগো পরমাণু হয়ে !
নিশ্চয় প্রলয় কাল হতেছে নিকট,
ব্রহ্মশাপ হয়েছে মা পাণ্ডবের কুলে !

রাণী। ওরে জন্মেজয় ! বাপ, তুই ও কি বলিস্ !
এক শোকে প্রাণ ফেটে যায়,
তাহে পুনঃ তোর ও হৃদয়ভেদী কথা,
আরো যে আকুল করে প্রাণ !
জন্মেজয়, বাপ্ রে আমার !—

জন্মেজয়। দেখ দেখ ত্রিজগৎবাসি,
রাজার উন্মাদ গতি !
যাঁর নামে পাপ দূরে যায়,
স্বচক্ষে দুর্দ্দশা তাঁর বারেক নেহার।

(পরীক্ষিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাণী। হা মহারাজ !

(রাজার চরণে পতন)

পরীক্ষিৎ। কে ও মুনিবর ?
ছিছি, ছেড়ে দাও,

কেন কেন চরণে লুটাও ?
পাপের উপরে পাপ কি হেতু বাড়াও ?
উঠ—উঠ বল কবে আসিবে তক্ষক !

রাণী। একি শুনি মহারাজ !
আমি সেবাদাসী ;
দাসী কেন না লুটাবে তব পদে প্রভো ?

পরীক্ষিৎ। কেও শৃঙ্গী ?
কি দোষ তোমার ভাই ?
সত্যই ত আমি ব্রহ্মবাদী,—
তব পিতৃ-অপমানকারী,
উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছ।
ছিছি ভাই, পায়ে লোট কেন ?
একে ত নরকঅগ্নি সদা জ্বলে হৃদে,
তাহে পুনঃ—একি কর ভাই ?

জন্মেজয়। পিতা, চেয়ে দেখ,
আমি জন্মেজয়,
মা আমার চরণে লুটায় !

পরীক্ষিৎ। কই—কই রে আমার মা—বিরাটনন্দিনী ?
কই রে আমার পিতা অভিমন্যু বীর ?
ওরে—পিতা যে সমরক্ষেত্রে,—সপ্তরথী সনে
করে রণ ধর্ম্ম হেতু ;
রণার্ণবে সেতু—ওই যে আমার পিতা আর্জ্জুনী ধানুকী !
ওরে দ্যাখ্,
আমার নয়ন নিয়ে তোরা সবে দ্যাখ্ !
কি বীরত্বভাতি—কি রূপের জ্যোতি !
আহা মরি মরি ভুবন ভুলান রূপ রে !
পিতা, যেও না, আমায় ছেড়ে আগেতে যেও না !
ধূ ধূ জ্বলে চিতা !

ওই পিতা চিতানলে করেন বিরাজ !
উঠে শিখা গগন ভেদিয়ে,
লীন হ'ল বিষ্ণুর চরণে।
দেখ শৃঙ্গী, আর আমি ঘরে ফিরিব না ;
ভাই, সাত দিন—অত দেরী কেন ?
এখনি বল না কেন দংশুক তক্ষক।

মন্ত্রী। স্থির হ'ন নরোত্তম !
সুশীতল সান্ধ্য-সমীরণে,
উন্মাদ অন্তর প্রভো, করুন সুস্থির !

পরীক্ষিৎ। স্থির হতে কে আমায় বলে ?
সে যে উন্মাদ পাগল !
আমি কি অস্থির,—ওরে আমি কি অস্থির ?
ধমনীর উষ্ণ রক্ত হয়েছে শীতল,
নিশ্চল হয়েছে মম ছার পঞ্চেন্দ্রিয় ;
মদগর্ব্ব-মিশ্রিত শরীর,
শুন রে অবোধ, এবে হয়েছ বিকল,—
চক্ষু স্থির এখনি হইবে !
দেখ, থেকে থেকে কণ্ঠ মম হতেছে নীরস !
কিন্তু শুন নিষেধ আমার,
নাহি দিবে বিন্দুমাত্র জল !
যখন এ পাপ দেহ অবসন্ন হবে ;—
দুনয়ন স্থির হয়ে দৃষ্টি লোপ পাবে,
পঞ্চভূতে দেহ যবে ক্রমশঃ মিলাবে,
তখন শুনহ সবে,—
গঙ্গাবক্ষে তনু ভাসাইয়ে,
'হরি-হরি-হরি' বোলে,
'মাতর্গঙ্গে' রব তুলে,
শেষ জল—শান্তিজল দিস্ রে বদনে !

'গঙ্গা—নারায়ণব্রহ্ম' পরম পুরুষ।

মহিলাগণ। হা রাজন্! ও কি কথা শুনি তব মুখে?

জন্মেজয়। সত্যই কি পিতৃহীন হইবে অভাগা?
সত্যই কি রাজশূন্য হবে সিংহাসন,—
সত্যই কি সপ্তদিন পিতার জীবন?

মন্ত্রী। প্রবোধ মানে না মন কহি নরনাথ,
হেন বজ্রাঘাত কেন কর হস্তিনায়?
সিংহাসন শূন্য হে রাজন্!
প্রজাগণ আকুল হইয়ে,
অকূলে ভাসিছে প্রভো পরীক্ষিৎ বিনে।

পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিৎ—রাজ্য—সিংহাসন?
এখনো কি ভস্মীভূত হয়নি সচিব?
স্থূলে ভুল কেন হে অমাত্য?
সত্য সত্য পরীক্ষিৎ নাই,—
ভস্ম হয়ে উড়িছে পবনে।
ওই শুন কে আমায় ডাকে,
ওই শুন বজ্রনাদে হাঁকে,—
যাই—যাই!—

(প্রস্থানোদ্যম ও সকলে বাধা দেওন)

ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—ওই ডাকে,—
ফেলোনা রে—ফেলো না বিপাকে,—
ছেড়েদে রে—ছেড়ে দে আমাকে!—

(বেগে প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



(রাজপথ)

মন্ত্রী ও প্রজাগণ।

১ম প্রজা। মহাশয়,
বিনা মেঘে কেন হেন হ'ল বজ্রাঘাত ?
কেন হেন ব্রহ্মশাপ পরীক্ষিৎ-ভালে ?
মন্ত্রী। হা নৃপতি-হৈতিষি-হস্তিনানিবাসিগণ!
কোন্ মুখে কহিব প্রকাশি ?
বাক্যরোধ হয়—জ্ঞানলোপ পায় ;
রাজার কি দোষ দিব—সবি ভাগ্যে ঘটে
মৃগয়ায় তৃষ্ণাতুর পরীক্ষিৎ রাজা,
উপনীত হইলেন শমীক আশ্রমে ;
ধ্যানমগ্ন মহামুনি ;—
এই হেতু নৃপতির হাহাকার রব,
পশিল না শ্রবণে তাঁহার।
অন্ধ হয়ে নররায়—ক্ষুৎপিপাসায়,
মৃত সর্প মুনিগলে দিলেন বেষ্টিয়ে।
শৃঙ্গী নামে পুত্র তাঁর ক্রোধন স্বভাব,
শুনিয়ে সঙ্গীর মুখে পিতৃঅপমান,
কৌশিকী-পবিত্র জলে করিয়ে তর্পণ,
বর্জ্জন করিল ব্রহ্মশাপ।
হা প্রজাগণ!
কাঁদিয়ে কি হইবে উপায় ?

পরীক্ষিৎ-ব্রহ্মশাপ করগে প্রচার!
যাও যাও প্রজাগণ!
কর সবে অন্বেষণ,
যথা পাবে বিষচিকিৎসক!
যে জন রাজনে দিবে নূতন জীবন,
অর্দ্ধরাজ্য করিব প্রদান;
বাঁধা রবে তাঁর পাশে
হস্তিনানিবাসিগণ!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সর্ব্বনাশ মন্ত্রীবর,—উন্মত্ত নৃপতি!
কভু চক্ষে বহে অশ্রুধার,
কভু হাস্য বিকট চীৎকার!
কভু আঁখি ঊর্দ্ধ পানে চায়,
বলে—'আয় আয় নিয়ে যা আমায়'!
রাজপুত্র ধূলায় লুটায়,
মহারাণী ক্ষিপ্তাপ্রায় মহারাজশোকে,
শোক-সিন্ধু প্রবাহিত রাজপুরী মাঝে।
হায়—হায়—না জানি কি হয় পরে,
কে রক্ষিবে নরবরে?
হা—কোথা যাব—পদাশ্রিত মোরা!
মহামহামুনিগণ,
দিতেছে প্রবোধ দান,
রাজহৃদে নাহি পায় স্থান!
মন্ত্রী। ওই শোন প্রজাগণ!
কর শীঘ্র অন্বেষণ,
যাও—যাও যথা পাও বিষচিকিৎসক!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(স্তম্ভগৃহ)

পরীক্ষিৎ, জন্মেজয় ও মন্ত্রী প্রভৃতি।

পরীক্ষিৎ। প্রশান্ত গম্ভীর স্থির এ অপার পারাবার,
কি জানি কোথায় গিয়ে পাইবে বিশ্রামাগার !
অবিরাম গতি ধাই, ভাবি কোথা কূল পাই,
কত দূর—কত দূর—কোথায় সীমানা তার,—
ভাবিয়ে পাগল হই তাই করি হাহাকার !

স্রোতের তৃণের সম ভাসিতেছে লঘুপ্রাণ,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে তায় কেবা করে আন ?
আমার ত সব আছে, তবে কেন আমি পাছে ?
ওরা যে এগিয়ে গেল না মানি স্রোতের টান,
ওরে মোরে ব'লে দে রে কোথা গেলে পাই ত্রাণ।

যে দিন দর্পণে মম পড়িল চৈতন্যছবি,
যে দিন নয়নে নব ভাতিল প্রেমের রবি ;
আমার প্রাণের পাশে, ধীরে ধীরে কেবা এসে,
চুপিচুপি বলে গেল,—'কত রে ঘুমায়ে রবি ?
আয় রে পলাই চল্—যদি ঋণে মুক্ত হ'বি।'

পড়েছি অজ্ঞানকূপে তুলে নেবে কে আমায় ?
পাপ চক্ষু খুলে দাও—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় !

হা-হুতাশে প্রাণ জ্বলে, শান্তিপথ দে রে ব'লে,
সহে না সহে না আর বুক ফাটে যাতনায়,
হারে হা ঘৃণার মূর্ত্তি তবু নাহি লয় পায় ?

(মোহ ; সকলের হরিধ্বনি)

বিষয়-বিষেতে যবে জর্জ্জরিত হয়ে যাই,
মোহের জটিলজালে যখন জড়াতে যাই ;—
যখন মায়ার বশে, মোহকোলে থাকি বসে,
যখন দর্পান্ধ হয়ে রাজদণ্ড দিতে যাই,
তখনি এ বোল শুনি সকলি ভুলিয়া যাই।

ব্যোম্ ব্যোম্ বব-ব্যোম্ হর হর হর হর,
গাইছে প্রমথ দল, ত্রিজগত থর থর !
উর্দ্ধ জটা তাম্রছটা, কি ভীষণ রূপ ঘটা !
শক্তি-সঙ্কীর্ত্তন করে সবে হের সবে হের,
তাণ্ডব নর্ত্তনে মত্ত রুদ্রমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর !

দেয় তাল্ করতাল বেতাল মেলিয়ে তাল,
ববম্ ববম্ ব্যোম্ সঘনে বাজিছে গাল !
'জয় জয় মহেশ্বর' ! তুলিছে সপ্তমে স্বর,
কপালে জ্বলিছে বহ্নি কি ভয়াল—কি ভয়াল !
হায় রে হস্তিনামাঝে উদিল প্রলয়কাল !

দেখ দেখ ভূতপ্রেত পিশাচ পিশাচীদল,
অট্ট অট্ট হেসে বলে,—'ধিক্ তোর ধর্ম্মবল !'
ঘৃণার তরঙ্গ ওঠে, 'ছি ছি ধিক্' রব ছুটে ;
আসিছে তক্ষক ওরে সপ্তাহ ফুরিয়ে এল,
ওরে পাপ ! এই বেলা হরি বল হরি বল !

(মোহ ; সকলের হরিধ্বনি)

জননী-জঠরে আর কতকাল অন্ধ হয়ে,
অন্তর্জগতে রব জঠর-যন্ত্রণা সয়ে ?
তাই ওই যম-অংশ, নাশিতে পাণ্ডুর বংশ,
ব্রহ্ম-অস্ত্র হানিল রে বধিতে এ দুরাশয়ে ;—
হা গোবিন্দ ! এই হেতু রক্ষিলে কি সে সময়ে ?

পটপরিবর্ত্তন ।

(দেবস্থান)

দেবদূত ও দেবকন্যাগণ।

গীত।

সুরট-তুক্ক—লোফা।

কে আমার প্রাণে দিলে বেদনা ?
ওরে কেঁদো না,—জান না জান না,—
মায়ের প্রাণে ছেলের রোদন সবে না।
(ওরে) হাসি মুখে আমায় মা বোলে,
আয় রে আয় রে আয় রে ছেলে,
স্নেহ দিব—শান্তি দিব—ঘুচিবে সব যাতনা।
কত—জগতে জগতে ঘুরে,
আমি—এনেছি তোমার তরে,
এই নে রে—এই নে রে—
ভব-ব্যথা আর লাগিবে না—বিষ-বাসনা রবে না।

দেববূত। পিতৃশোক-অভিভূত মহাবীর দ্রোণসুত
সাধিতে মনের সাধ ঘটাইতে পরমাদ,
হে ধার্ম্মিক! যবে তুমি জননী-জঠরে ছিলে,
হানিল হে ব্রহ্মবাণ অশ্বত্থামা সেইকালে।

একমাত্র বংশধর তুমি ধর্ম্ম-ধুরন্ধর!
তোমারে রক্ষার তরে, পরমাণু রূপ ধ'রে
চক্রধর সুদর্শনে ছাদিল জরায়ুকোষ,
অব্যর্থ হ'ল না বটে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরোষ;

কিন্তু হায় নররায়, বিধি না খণ্ডান' যায়,
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মকোপ মৃত-কাল-সর্প হয়ে,
তব স্বর্গবাস-হেতু হইল হে এ সময়ে।

কেন শোক কেন খেদ? রেখ না মনের ক্লেদ,
তুমি পাপী নহ রাজা, পার্থসম মহাতেজা।
যে পথে পথিক তব পিতামহ মহোদয়,
অবিলম্বে সেই পথ পাইবে হে সদাশয়।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বৃকোদর ধর্ম্মবীর,
পবিত্র জ্যোতিষ্কাসনে, কিরীটী প্রফুল্ল মনে,
নকুল পরম সাধু সহদেব সহাসনে,
গাইছে মঙ্গলগীতি তব শুভ আগমনে।

দিব্যচক্ষু লহ বৎস, খুলে দেও প্রেম-উৎস,
হেরিবে তোমায় দীন অভিমন্যু সুখহীন,
স্বয়ং শ্রীপতি এবে তোমা'তরে আকুলিত,
ছাড় ছাড় ভববাস, স্বর্গে হও উপনীত।

পরীক্ষিৎ। হা তাত—হা পিতামহ! ভবক্লেশ দুর্ব্বিষহ,
হরি হে! অভয়পদে স্থান দেহ স্থান দেহ।—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথ)

কাশ্যপ।

কাশ্যপ। শোকনীরে নিমগন হস্তিনানগর,
প্রতি ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার স্বর!
নিস্তব্ধ বিমর্ষ সবে মুমূর্ষু সমান,
হায় রে হস্তিনাপুরী হয়েছে শ্মশান।
আর সে স্বর্গীয় ভাতি নাহি হস্তিনায়,
সব সমাচ্ছন্ন কাল-শোক-তমসায়।
দেখ এ বিস্তীর্ণ পথ শূন্য পড়ি আছে,
জনস্রোত শোক-বাঁধে কোথায় ঠেকেছে।
পশু, পক্ষী আদি করি বনচর সব,
বুঝি রে রাজার শোকে রুদ্ধ কণ্ঠরব।
ওই অটবীর নীড়ে শোকার্ত্ত পাখীটি,
দেখ রে চক্ষের জলে ভাষায় শাখাটি।
নীরবে বাতাস যেন হা-হুতাশ করি,
শোকে কায় ঢেলে বয় আপনা পাসরি।
হায় হায় চক্ষে আর না পারি দেখিতে,
বক্ষ যে এ শোকভার না পারে বহিতে।
ভয় নাই—ভয় নাই—হে হস্তিনাবাসি!
আজি ঘুচাইব সবাকার শোকরাশি।
প্রাণপণে সুনিশ্চয় রাজারে রক্ষিব,

তক্ষকের বিষানল নির্ব্বাণ করিব।
সুখে নিদ্রা যাও ওহে হস্তিনা-রাজন!
পুনঃ হবে অভ্যুদয় সৌভাগ্য-তপন।
ধর্ম্ম অর্থ উভয়ই করিব সঞ্চয়,
জয় জয় মহারাজ পরীক্ষিৎ জয়!

(প্রস্থান)

(ছদ্মবেশে তক্ষক ও নাগগণের প্রবেশ)

গীত।

সারঙ্গ মল্লার—কার্ফা।

আয় লাখে লাখে আয় ঝাঁকে ঝাঁকে,
হুহুঙ্কার ছাড়ি নভস্তল ফাড়ি,
আয় আয় সবে যাই তাড়াতাড়ি,
মেদিনী কাঁপায়ে আয় দাপে দাপে।
চল্ চল্ চল্ চল্ ছুটে চল্,
শানিয়ে নে দাঁত চল্ বেঁধে দল,
দংশা দংশা—কর্‌রে হিংসা,—
হো হো হো হো আয় ফাঁকে ফাঁকে ফাঁকে।

তক্ষক। শুন শুন ছদ্মবেশি-ভুজঙ্গমগণ!
সময় আগত—আর ক'রো না ক্ষেপণ।
উপযুক্ত বেশ হইয়াছে সবাকার,
সৌম্যমূর্ত্তি জটাধারী ব্রাহ্মণ আকার।
তপ জপ হরিবোলে মাতায়ে আপন,

সকলে একাগ্রমনে কর রে গমন।
স্তম্ভগৃহে মৃত্যুন্মুখ রাজা পরীক্ষিৎ,
অতি সাবধানে তথা হও উপনীত।
মন্ত্রবিৎ মহা-মহা বিষ-বৈদ্যগণ,
আছে বসে পরীক্ষিতে করিয়ে বেষ্টন।
মায়াবলে ফল ফুল কুশ জল লয়ে,
পশিবে সে ব্যাধি-আধি শূন্য স্তম্ভালয়ে।
দেখো যেন ঘুণাক্ষরে কেহ না জানিতে পারে;
নির্ভয়ে রাজারে গিয়ে কর আশীর্ব্বাদ,
অতঃপর ত্বরা আমি লইব সম্বাদ।

(নাগগণের প্রস্থান)

মূর্ত্তিমান ব্রহ্মরোষ আসিয়া কহিল,—
ব্রাহ্মণের কোপচক্ষে নৃপতি পড়িল।
তুমি উপলক্ষ তার, কহি শুন পুনর্ব্বার,
স্তম্ভগৃহে পরীক্ষিতে কর গে দংশন,
কর সত্য হে তক্ষক, ব্রাহ্মণ বচন।
কালরূপী কালস্রোত অবিশ্রান্ত ধায়,
কতক্ষণে সপ্তদিন হইবে উদয়।
যাই এই বৃদ্ধবেশে,
পরীক্ষিৎ-রাজোদ্দেশে,—

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



(বনপথ)

কাশ্যপের প্রবেশ।

কাশ্যপ। আর ত চলে না পদ অবসন্ন দেহ,
ভাস্করের সৌর করে হই দগ্ধীভূত।
উত্তপ্ত পবন ওহো ধূ ধূ বহে যায়,
রৌদ্ররসে রৌদ্র সনে খেলিয়ে বেড়ায়।
হু হু করে দশদিক স্তম্ভিত মেদিনী,
কম্পিত শঙ্কিত মম স্তম্ভিত পরাণী।
পান্থজনে শান্তি দাও ওহে পান্থপ্রাণ,
তোমার ছায়ায় বসি লভিব বিরাম।

(তরুমূলে উপবেশন)

আহা আহা যে দিকেতে নয়ন ফিরাই,
কেমন বীভৎস ভাব দেখিতে যে পাই।
আর কেঁদো না গো ওমা দিগাঙ্গনাগণ!
সবার মুছায়ে দিব সজল নয়ন।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তক্ষকের প্রবেশ)

তক্ষক। উঃ সূর্য্যদেবের কি উত্তাপ বাপ্!
বুড়োর প্রাণে লাগ্‌ছে শুধু হাঁপ্।
আগুন খেয়ে বাতাস যেন উল্কামুখী হ'য়ে,
বুড়োর প্রাণে ধাক্কা মেরে যাচ্চে ওরে বেয়ে।

ঝাপ্টা খেয়ে বুড়োর ঘোলাট্ চোখ্,
দিচ্ছে ভেঙ্গে চলে যাওয়ার রোক্!
গাছতলাটায় একটু খানি বসি,
খানিক কাশি!—

(উপবেশন করিতে চেষ্টা ও কাশ্যপকে দেখিয়া)

ও কে বসে ছায়ায় ঘেঁসে,—তুমি কেহে বাপু!
এক মনেতে এক দিঠেতে গুণ্‌ছ বসে হাপু?
বলি শুন্‌ছ না কি আমার কথা?
নিরেট জোয়ান দেখ্‌ছি তোমায় একটি বাক্য ধর,
হেথা হতে সর,—
নহে খানিক উঠে বসে বুড়োর সেবা কর!

কাশ্যপ। হে প্রাচীন, ব'স এই তরুবর-তলে,
সুশীতল ছায়ায় করহ শ্রান্তি দূর;
শ্রদ্ধা ভরে পা দু'খানি করিব সেবন।

তক্ষক। (স্বগত) লোকটা বড্ড ভাল নয়,
আমার কেমন সন্দ হয়,
কেমন কেমন চাউনি যেন,
একি, খট্‌কা লাগ্‌ল কেন?
ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল আমার প্রাণ,
মন্‌টা আমার কেন এমন হ'ল আন্‌চান?
দূর হ'ক্,—আর ভাবনা মিছে,
সব বুঝ্‌ব গেলেই কাছে।
বলি, বাপুর কোথায় থাকা হয়?

(কাশ্যপের নিকট সরিয়া যাওন এবং কিঞ্চিদ্দূরে কাশ্যপের উঠিয়া উপবেশন)

সর্‌লে কেন আমায় দেখে ভয়?

ভয় কি তোমার কাছে এস,
যেথায় ছিলে হোথায় বস ;
বাপ্ বয়সি বুড়ো আমি,
আমার ছেলের মতন তুমি।
আয় ত বাপু মুখ খানাটা দেখি,
চালুশে চোখ্ ধরতে পারে নাকি !

কাশ্যপ। (স্বগত) কে এ বৃদ্ধ ছলভাষী,—
সন্দেহ-নয়নে কেন দৃষ্টি মোর প্রতি ?

তক্ষক। (স্বগত) উঁহু—সন্দ ঘুচ্ছেনা,
আমার ভাল লাগ্ছে না।
সটে পটে ধত্তে হবে একে যাবে জানা !
বলি বাবা,—
বুড়োর কথা শোন্—দিয়ে এক মন ;
তেড়ে পুড়ে কোথায় তোমার গমন ?
বল বাবা, তোমায় দেখে মায়ায় ভাসে মন !

কাশ্যপ। পিতৃতুল্য তুমি হে প্রবীন,
মিথ্যা না কহিব তব ঠাঁই ;
এই রাজ্যে বাস মম নহি ভিন্ন দেশী।
কোন এক অনিবার্য্য কারণ বশতঃ,
রৌদ্রতাপ সহিয়াও তাত,
হস্তিনা-রাজন সনে প্রয়োজন মম।

তক্ষক। ও সর্ব্বনাশ !
রাজার সনে কিবে তোমার আশ ?

কাশ্যপ। হৃদে আশ—যা হয় বিকাশ,
এখন প্রকাশে কিবা ফল ?
হে বৃদ্ধ তাপস,
এ নির্জ্জনে লভহে বিরাম,
কার্য্যোদ্দেশে করিহে পয়ান ;

(গাত্রোত্থান)

তক্ষক। আরে রও রও—কোথায় যাও ?
আমিও যাব সঙ্গে লও।
কেন ব্যস্ত এমন—যাবেই এখন ;—
রোদের তেজ কমুক কিছু,
আমিও তোমার নিব পিছু।

(কাশ্যপের উপবেশন)

দেখ বাবা, বুড়ো হাব্‌ড়া লোক,
রাখ্‌তে নারি ঝোঁক।
আবার বলি শোন্‌ রে বাপু শোন্‌,
মরণমুখী রাজার সনে কিবে প্রয়োজন ?

কাশ্যপ। হা নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ !
এ কথার কি দিব উত্তর ;
শোন নাই ধর্ম্মের দুর্দ্দশা ?
আবাল বনিতা বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ যার শোকে,
যার লাগি ওই শোন প্রতি ঘরে ঘরে,
মর্ম্মভেদী-হাহাকার মর্ম্মভেদ করে ;
প্রজাগণ পিতৃহীনপ্রায়,
হায় হায় কাঁদিয়ে বেড়ায় ;
সেই প্রজাবৎসল ধার্ম্মিকপ্রবর,
স্তম্ভিত তক্ষক ভয়ে স্তম্ভগৃহ মাঝে !
শুন বৃদ্ধ, আমি ধন্বন্তরি ;
ঘুচাইতে নৃপতির কাল বিভাবরী,
ত্বরা করি হই আগুয়ান।

তক্ষক। আরে—থাম্‌—থাম্‌—থাম্‌ !
পাগল ব'লে হয় অনুমান।
সাবাস তোমার সাহস যা' হ'ক্‌,

বুড়োর কথা শোন বাবা, ছাড় এমন রোক্।
তক্ষককে জান না কি ?
সেথায় খাটে কি বুজ্রুকি ?
ধন্বন্তরিই হও—আর যাই হও,
যমের সনে বাদ সাধা কি মুখের কথা কও ?
ফের—ফের—ফের—
ছেলে মানুষ—ছেলে মানুষ— তাই ঘটাও গেরো।

কাশ্যপ। ওহে ব্রহ্মচারি !
বুঝিতে না পারি,
তোমার এ বিদ্রূপের হেতু।
স্পর্শ দূরে থাক্,—
যার আগমন নাম শুনে,
বেঁচে উঠে সর্প-দষ্ট মৃত্যুমুখ হ'তে,
ধন্বন্তরি যার নাম,
সেই সর্পকুল-লয়কারী বিষ-চিকিৎসক,
হবে ভীত অতি তুচ্ছ তক্ষকের ভয়ে ?
বৃদ্ধ, বয়সের আধিক্য বশতঃ,
বুদ্ধিহীন হইতেছ ক্রমে ;
বস বস—সমীরে সুস্থির হও।

(প্রস্থানোদ্যম)

তক্ষক। আরে কোথায় যাস্,
ঘট্‌বে যে তোর সর্ব্বনাশ !
এমন পাগল দেখিনে ত,
কল্লি আমায় বুদ্ধি হত ?
এখনো বাপু বচন ধর,
হেথা হতে শীগ্‌গির সর !

যা করেছ মনে,
আর কেউ না যেন শোনে।
পালা—পালা—পালা—
ওই আস্‌ছে তক্ষক কাম্‌ড়াবে তোয় জড়িয়ে ধ'রে গলা।

কাশ্যপ। হা বাতুল,
মতিচ্ছন্ন হইয়াছে তব,
তাই ভাব দুর্ম্মতি তক্ষক সমাগম।
কই—কই কোথা সেই মূঢ় সর্পাধম?
ভাল হয় যদি হেথা পাই,
আর বেশী ক্লেশভোগ ভুগিতে না হয়।

তক্ষক। জলে স্থলে ভূতলে পাতালে ব্যোমতলে,
যে দিকে ফিরাবে দু'নয়ন,
নিরখিবে তক্ষকের প্রজ্জ্বলিত দেহ।
ধীরে কর তার নিন্দালাপ ;
শুন বাপ্ কি হেতু বাড়াও তাপ ?
এখনও হিত শুন, কহি তোরে পুনঃ পুনঃ ;
বাবা, যেথাকার লোক তুমি যাও সেইখানে,
তোমার মন্দ হ'লে বাছা, বাজ বাজ্‌বে বুড়োর প্রাণে।

কাশ্যপ। ছলমাখা স্তোকবাক্যে চিনেছি তোমায়,
তুমি কভু নহ হে সরল!
তিনলোক সমাবেশ হয়ে,
এ মহাকর্ম্মেতে যদি বাধা দেয় মোরে,
তাতেও আমার মন না মানিবে মানা।
যে হও প্রাচীন তুমি, এ মিনতি করি আমি,
উচ্চকার্য্যে নিরুৎসাহ ক'র না আমারে,
জেন' মনে নিঃসন্দেহ রক্ষিব রাজারে।
ধর্ম্ম অর্থ সঞ্চিত হইবে,
ইহলোক ভোর হয়ে মম গুণ গাবে।

তক্ষক। দীনতায় মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার,
অর্থলোভী দ্বিজ দুরাচার!
কেন নাহি না মান বারণ?
অথবা নিয়তি তব হয়েছে সম্মুখ,
স্বেচ্ছায় পশিতে ধাও তক্ষকের গ্রাসে।

কাশ্যপ। বৃদ্ধের প্রলাপবাক্য না শুনিব আর,
অতি নীচ—যেই হয় পরশ্রীকাতর।

(প্রস্থানোদ্যম)

তক্ষক। কোথা যাবি তক্ষকে এড়ায়ে?
এই দ্যাখ্,—
সর্ব্বলোক-ভয়াবহ ক্রোধান্ধ মূরতি,
তক্ষক করালবেশে সম্মুখে তোমার!

(স্বমূর্ত্তি ধারণ)

কাশ্যপ। তুমিই সে বিষধর দুরন্ত তক্ষক?
ভাল ভাল—কি ক্ষতি তাহায়;—
যাও—গিয়ে দংশ' পরীক্ষিতে,
মন্ত্রতেজে ব্যর্থ হবে কালকূট তব।

তক্ষক। কত শিক্ষা এখনি দেখিব;
বটবৃক্ষ করিব দংশন,
মন্ত্রানলে কর নিবারণ!

কাশ্যপ। ঘুচাইব অজ্ঞানান্ধকার,—
সর্পবিষ ব্রহ্মবিষে হবে আজি ক্ষয়!
ওরে দুরাশয়!
দংশ' ত্বরা বটবৃক্ষ-মূল,
মন্ত্রবলে করিব জীবিত।

তক্ষক। চূর্ণ তোর অহঙ্কার—দেখ্ দুরাচার!

সাধ্য থাকে কর্ প্রতীকার !

(তক্ষকের প্রস্থান)

নেপথ্যে তক্ষক। দ্যাখ্ রে দ্যাখ্ রে মূঢ়, বৃহৎ ন্যগ্রোধ,
দংশমাত্রে বিষানলে জ্বলিয়া উঠিল।
ওই দ্যাখ্,—পল্লবাগ্রে অগ্নিশিখারাশি,
সৃক্কণীতে করিছে লেহন।
হের হের ভস্মীভূত হইল বিটপী,—
দেখি শিক্ষা রক্ষ' মৃত তরু।

কাশ্যপ। মন্ত্রের প্রভাব মোর দেখ্ রে দুর্ম্মতি !

(প্রস্থান)

নেপথ্যে কাশ্যপ। অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক হের মন্ত্রবল !
দেখ দেখ জন্মিল অঙ্কুর,
নব নব কিশলয় ক্রমে ফুটিতেছে,
দারুণ গ্রীষ্মের পর বসন্তে যেমতি !
হের রে দুর্ম্মতি, শাখাপ্রশাখা প্রভৃতি,
প্রযুক্ত সুচারু অংশ যথাযোগ্য স্থানে।

(তক্ষকের সহিত কাশ্যপের পুনঃ প্রবেশ)

তক্ষক। একি শিক্ষা চমৎকার—চূর্ণ মম অহঙ্কার,—
অপূর্ব্ব মন্ত্রের শক্তি দেখিনু ভূদেব !
ধন্য তুমি মহাশয়, মানিলাম পরাজয়,
সত্যপ্রিয়, সত্য রক্ষা হইল তোমার।
হেরিয়ে অদ্ভুত কার্য্য হয়েছি স্তম্ভিত,
কি আছে অসাধ্য তব মেদিনীমণ্ডলে ?
হে মন্ত্রবিশারদ তেজস্বী পুরুষ,
অপার প্রতিভা তব অপার মহিমা !
আমি বুদ্ধিহীন প্রভো, কেমনে চিনিব ?

ভগ্ন প্রাণে এক মনে সুধাই তোমায়,
কহ দেব, কি কারণে যেতেছ তথায় ?
ব্রহ্মশাপে আয়ুহীন উত্তরা-নন্দন,
মোর হাতে মৃত্যু তার কপালে লিখন।
তবে দেব জেনে শুনে কেন এ বঞ্চনা,
কেন হে লঙ্ঘন কর বিধির কামনা ?
ত্রিলোক-বিশ্রুত তব যশঃ রাশি রাশি,
নিস্তেজ ভাস্কর সম কেন কর লোপ ?
ধর ধর বিষহর, আমার বচন,
বিষম বঞ্চন আশা কর পরিহার।
হে অর্থে ধর্ম্মার্থ লাভে হও অগ্রসর,
পরক্ষে দুরপনেয় পাপের আকর।
অদ্যাবধি যত অর্থ করেছি সঞ্চয়,
আনন্দে সচ্ছন্দে আমি করিনু তোমায় দান,
চতুর্ব্বর্গ ফল পাবে বাক্য না করিলে আন।
কত ধন—কত রত্ন করেছ কল্পনা?
কিন্তু শুন, যদি মম পূরাও বাসনা,
একমাত্র সর্ব্বসুখী হবে বিশ্বমাঝে।
তুচ্ছ গণ',—বাসবের অতুল বিভব,
তুচ্ছ গণ',—কুবেরের অনন্ত ভাণ্ডার,
ব্রহ্মাণ্ড বিক্রয় করি দিব তব হাতে,
রত্নাকরে চিরতরে বসাব তোমায়,
ত্রিলোক সম্রাট হয়ে রবে দ্বিজবর!
ফের' প্রভো অবিলম্বে এপথ হইতে,
বিধির আদেশ মোরে দাও হে সাধিতে।

কাশ্যপ। অহো, আয়ুহীনে কোথা পায় ত্রাণ ?
একি রে দুরাশা মম—একি ভ্রান্ত আমি !
লোভগর্ব্বে অন্ধ হয়ে,

উল্লঙ্ঘিতে যাই আমি বিধির বিধান ?
ওই শোন—
কে যেন অস্ফুট বোলে সতর্ক করিছে,
ওই দেখ—
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে আকাশে ;—

"কালস্রোতে ভেসে ভেসে,
চল রে কালের দেশে,
বৃথা আর মন্ত্রৌষধি—এসেছে বিমান,
পরীক্ষিৎ ! এই হ'ল লীলা অবসান।"

তক্ষক। মৌনভাবে কেন মতিমন্,—
এখনো কি না ঘুচে সংশয় ?
বল বল ভক্তিময় দেব ধন্বন্তরি !
বাক্য মম অভিমত হ'ল না কি তব ?

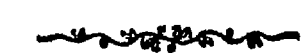
কাশ্যপ। ক্ষম মম অপরাধ, দেব ক্ষেমঙ্কর,
পরীক্ষিতে কেমনে বাঁচাব ?
মহাবাঁধে ঠেকেছে অভাগা !
দিনু রে সম্মতি আমি তোমার সুমতে,
প্রার্থনীয় দেহ ধন, কর যাত্রা নিবারণ।

তক্ষক। জয় জয় ধন্বন্তরি—জয় হে বাসুকি !—

(কাশ্যপকে মস্তকস্থিত মণি প্রদান ও
উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান)

———

চতুর্থ অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।



(স্তম্ভগৃহ)

পরীক্ষিৎ, জন্মেজয়, মন্ত্রী, বিষ-বৈদ্যগণ, প্রজাগণ, মুনিগণ, (রাণী ও পুরমহিলাগণ)

সকলে সমস্বরে গীত।

কীর্ত্তনমিশ্রিতমুলতান—রূপক।

হরি হে! ভব-গভীর-সাগর-পদতরী—কৃপা করি দাও হে,
পড়েছি অকূলে কর্ণধার, তুলে লও তুলে লও হে।
আমি পাপী তাপী তোমায় ভুলে আছি,
দয়াময়, দীনের প্রতি চাও সদয় হয়ে শুধু এই যাচি,
আমি অভয়পদে লয়েছি শরণ;—
আমার রসনা লয়েছে হরিনাম, (ওহে শ্যাম হয়োনা বাম)
একবার দয়াল হয়ে দয়ার চোখে—চাও হে।



পরীক্ষিৎ। গাও গাও উধাও—উধাও—
হরি নামে মাতাও ধরণী;
দাও দাও কায়া ঢেলে উত্তাল তুফানে;
হরিগুণ গানে প্রফুল্লিত প্রাণে,

দেরে দেরে বিদায় আমায়!
বল্ রে—বল্ রে!
কতক্ষণে শান্তি পাব—যন্ত্রণা জুড়াব!
ওরে, গা রে—তোরা হরিনাম গা রে,—
আমায় ভুলিয়ে দেরে!
ওরে, কেন নীরব সকলে?
আমায় ভাসিয়ে দে না,
বড় জ্বালা সহিতে পারি না!
গাও গাও উধাও উধাও—
হরিনামে মাতাও ধরণী,
হরিপদে সঁপরে পরাণী,—
ঢেলে দাও জ্যোতিধারা—জ্যোতিহারা-প্রাণে!

(সঙ্কীর্ত্তন)

কীর্ত্তন—দশকুশী।

পুরুষগণ। জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র-কিরীটধারী—চক্রধারী হে!
পূর্ণানন্দ গোলকচন্দ্র নন্দমোহন হরি হে!
ধন্দতমঃ সম্পূরিত অন্ধকার হৃদি হে,
দীনবন্ধো প্রেমসিন্ধো—দেহ দেহ জ্ঞাননিধি হে!
সপ্তদিন তপ্ত হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান আশে হে,
মত্ত হইয়ে ডাকি নাথ, উদ্ধার' দীন দাসে হে।

পরীক্ষিতের নিস্পন্দভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি

জন্মেজয়। লক্ষ্যহারা দৃষ্টি হেরি, বিষম শঙ্কায় মরি,
বাবা বাবা, কারে দেখ ঊর্দ্ধে অনিমিষে?

পরীক্ষিৎ। দেখ দেখ সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম পথে,
ওই যায় ওই যায় আত্মা চলে যায়!
নীল আভা রেখা—সূক্ষ্ম যায় দেখা—
দেখ মরি মরি—বর্ণিতে না পারি!
তনু রেণুময়—ধীরে পথ বয়।
কোথা যায় চলে কে দিবে বোলে,
কোথা এল গেল কে নিল ছ'লে?

মন্ত্রী। আবার মস্তিষ্ক বুঝি হইল বিকৃত!
আবার উন্মাদবায়ু হ'ল প্রবাহিত!
উচ্চকণ্ঠে তোল সবে হরি হরিধ্বনি!

(হরিধ্বনি)

পরীক্ষিৎ। কি ছিল? কে জানে,—কি হবে? কে জানে,—
কেন এল? জানি,—কোথা গেল? জানি!
এ যে লীলাভূমি! জান না কি তুমি?
সেই বাসা জান—হয় কি স্মরণ?
দেখ,—সব শোন, দিয়ে এক মন;—
"আমি" ব'লে কিছু এ জগতে নাই,
"আমি" ছিনু বটে এবে আর নাই;
কিন্তু "আমি" নাম রবে সব ঠাঁই,
কখন রে সেথা যেতে যদি পাই!
"আমি" ছিনু ব'লে তাই কি সকলে,
আমার "আমি" কে বাঁধিবি ছ'লে?
আমার "আমি" কে? আগে তা' শেখ,
আমাকে তবে ত বাঁধিয়ে রাখ?
কেন আমালাগি এত দুঃখশোক?
কে করে আমার—কেবা কার লোক?
আগু পাছু বিনা আর ত' কিছু না।

আজ আমি যাব—কাল তুমি যাবে!
দু'দিনের শুধু এই ত কথা,
তবে তার লাগি কেন এত ব্যথা ?
তাই বলি, গাও গাও উধাও উধাও,—
হরিনামে ব্রহ্মাণ্ড মাতাও!
আক্ষেপ রেখো না,—সব করে নাও,
এখনো সময় আছে এই বেলা গাও।

সঙ্কীর্ত্তন।

বালকগণ।—

তুঙ্ক—লোফা।

মোহন মধুর, চরণে নুপুর—
রুণু ঝুনু রুণু বাজে;
ধটী পীতধড়া— শিরে বাঁকা চূড়া,
অপরূপ রূপ সাজে।
চপলারূপিনী রাসবিহারিণী
ঘনশ্যাম-বামে রাজে,
জলদ-মোহিনী ক্ষণসৌদামিনী,
জলদে লুকায় লাজে।
কিবা ভাবে ভুলে, উথলে উথলে,
প্রেম-সুধাধারা ঝরে,
যত গোপবালা, প্রণয়-বিহ্বলা,
পান করে প্রাণভ'রে।

(তিওট)

সকলে।—আমরা প্রেমের ভিখারী, (হরি হে!)
প্রেম দাও প্রাণ ভরি;
ভব-যন্ত্রণা আর সহে না,
পুরাও মনের বাসনা।

১ম মুনি। জয় নারায়ণ! জয় সনাতন!
মন্ত্রীরাজ, হের হের দিন অবসান!
ভাবনার অবসান এখনি হইবে;
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ যুগভেদে।

২য় মুনি। 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ'
এ কথা কি মিথ্যা হয়?
ধার্ম্মিকের সংসারে কি ভয়?
পাষণ্ড শমীকপুত্র ঋষি কুলাঙ্গার,
বাক্য তার নিশ্চয় নিষ্ফল।

১ম প্রজা। যদি আজ ঘটে হেথা অঘট ঘটন,
সত্য সত্য যদি আজ ব্রহ্মশাপফলে,
নিশ্চয় জানিব তবে ধর্ম্ম নামমাত্র!
ধর্ম্মজ্ঞানী নৃপমণি অভিমন্যু-সুত,
কিবা দোষ তাঁর—যাহে হেন ব্রহ্মশাপ?
চা'র যুগে বিদিত সকলে
অধর্ম্ম বিজয় সদা ধর্ম্মের কবলে।

২য় প্রজা। কার্ সাধ্য কে পশে এখানে?
মহা-মহা বিষবৈদ্যগণে
বিরাজিত স্তম্ভ নিকেতনে;
দর্পচূর্ণ হবে তার মন্ত্রৌষধিগুণে।

১ম বিষবৈদ্য। মন্ত্রতেজে ব্যর্থ হবে ভুজঙ্গম-বিষ
আতপে শিশিরবিন্দু সম!
স্থির হ'ন নরোত্তম,
তক্ষকের না রবে নিস্তার।

সকলে। জয় জয় ধর্ম্মরাজ পরীক্ষিৎ জয়!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মন্ত্রসিদ্ধ বনবাসী মহাঋষিগণ,

আসিছেন মহারাজে করিতে দর্শন।

(গীত গাইতে গাইতে ছদ্মবেশী নাগগণের প্রবেশ)

গীত।

ইমন্ ভূপালীমিশ্র—ঝাঁপতাল।

অনুপম-মহিম রাজ-রাজ দয়া-পাথার!
যশ-কিরণ বিকীরণ,—
ভুবন-পাবন করুণা অনন্ত তোমার।
দুষ্টদমন—অনাথশরণ—হে রাজেশ!
প্রভো, তব গুণ অশেষ;
নিখিল চরাচর—ধরা ধরাধর,—
তব গুণগানে নিমগন—হো প্রজা হৃদি-আধার!

(চৌতাল)

নীল-আকাশে—পশ্চিম বাসে,
এস হে ভানু—রক্তিম বেশে,
দিন রাজ্য শাসি' ক্লেশে,
ঝর ঝর ঝরে স্বেদধার;
শুন রবি, কর লীলা অবসান,
দাও হে রাজার জীবন দান,
তব অবসানে রাজার প্রাণ,
মিনতি ধর সবার।

(ধামার)

চিরঞ্জীব ভব—আর্জ্জুনী সুত,
তক্ষক হউক—পরাভূত,
তুমি হে রাজন সুমেধাযুত,
আয়ুরেখা হউক বিস্তার।

১ম নাগ। মহাজ্ঞানী ধার্ম্মিকপ্রবর নরবর।
কীর্ত্তি তব পরিব্যাপ্ত মেদিনীমণ্ডলে,
তব গুণ গায় জনে জনে।
যোগ-নেত্রে নিরখিয়ে এ দশা তোমার,
আসিয়াছি হস্তিনা প্রবাসে।
লহ বরাভয় ওহে ধর্ম্মাশয়,
চিরজীবী হও মর্ত্তভূমে।
মন্ত্রপূত কুশ, জল, ধর মহারাজ,
নির্ভয়ে নিঃসন্দ মনে রহ স্তম্ভগৃহে;
ঘুচুক তক্ষক ভয়,
দ্বিজের অযথা বাক্য হউক নিষ্ফল।

২য় নাগ। মহারাজ, কি বলিব বুক ফেটে যায়;
হায় হায়, পরীক্ষিৎ-ভালে ব্রহ্মশাপ!
আরে দ্বিজকুলগ্লানি শৃঙ্গী পাপমতি!
এই কি ঋষির ধর্ম্ম পালন তোমার?
যাঁহারে দর্শনমাত্র শোক দুঃখ আদি,
নিমেষে নিঃশেষ হয়,
সেই দেবোপম পরীক্ষিৎ রাজে,
ভয়াবহ দণ্ড দিলি অতি লঘু দোষে?
ছিছি, ঋষিকুলে কলঙ্ক আঁকিলি!
মহারাজ, বনবাসী তপস্বী আমরা,
শোকে কভু কাঁপেনি হৃদয়;
কিন্তু আজি, কি জানি কেন যে প্রাণ কাঁদে।
এনেছি সুস্বাদু ফল দেবারণ্য হ'তে,
অন্য নাম বদরী ইহার।
ধর ধর প্রজানাথ, কর হে ভক্ষণ,
আশীবিষ-মহাবিষ হইবে নির্ব্বাণ।

(নাগগণের প্রস্থান)

পরীক্ষিৎ। জীবের জগৎভ্রম রবে চিরদিন,
চিরদিন মোহাবর্ত্তে রহিবে পতিত।
জঠর-জগতে যবে আবদ্ধ আছিনু,
তখন কি মনে ছিল আছে অন্য পথ ?
আঁধারে মুদিত চক্ষু আঁধারে ডুবিয়ে,
পৃথিবী-পদার্থ যবে নাহি ছিল মনে,
আলোক-কল্পনাশূন্য প্রাণহীন জ্ঞান,
তখন ভাবিত কিরে আছে অন্যপথ ?
ধরিয়ে জন্তুর দেহ ক্ষণিক-ভঙ্গুর,
অন্ধ হয়ে হায় অন্ধ-বিশ্বের বিশ্বাসে,
যখন নূতন বিশ্ব হ'ল দৃশ্যমান,
তখন কি জ্ঞান ছিল আছে অন্যপথ ?
ঘোরা গভীরা নিশি, দিগ্বিদিকে মিশামিশি,
কাল তামসী রাশি জগৎ ঘিরেছে;
বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত, শব সম নিপতিত
পৃথিবীর জীবপুঞ্জ ভবের শ্মশানে।
কে বলিবে পুনঃ বিশ্ব পাবে রূপান্তর,
আসিবে নূতন যুগ হয়ে যুগান্তর !
স্বাধীন ইচ্ছার বশে লালসার সাথে,
নব-ব্রতে ব্রতী যবে মৃগয়ার পথে,
কে জানিত দাম্ভিকের দর্প অহঙ্কার,
চূর্ণীভূত হবে সেই বনের মাঝার,—
কে জানিত মৃত্যুচ্ছায়া হবে অভ্যুদয়,
কে জানিত মুহূর্ত্তেকে ঘটিবে প্রলয় ?
যে বংশে অনাথ-বন্ধু শ্রীমধুসূদন,
প্রাণ দিয়ে করিতেন সবারে রক্ষণ,
সেই বংশে ব্রহ্মশাপ—সেই বংশে মহাপাপ !
কোথা মৃত্যু ! কোথা তুমি—হও সহচর—

এখনো কি প্রায়শ্চিত্ত হ'লো না আমার ?

(মহিলাগণের অস্ফুট রোদন)

কে কাঁদে ? কিসের খেদে—কেন রে—কে কাঁদে ?
কি হ'ল ! চক্ষুর জল—কেন ঝরে অবিরল ?
বল বল—নিব তুলে—শোকের পশরা।
কারে ছেড়ে কোথা যাব ? বল গো আমারে বল,
আমি কি জগৎ ছাড়া—আমি কি তোদের ছাড়া ?
দল বেঁধে রব সবে, যখন যাবার হবে
দল ছেড়ে বল রে কে আগে কোথা যাবে ?
কেঁদো না, কাহারো প্রাণে দিও না বেদনা !—
ডাক্ ছেড়ে কাঁদিলেও ফিরান' হবে না।
যাক্—যাক্,—যদি তার সাধ হয়ে থাকে,
দাও দাও যেতে দাও—দাও তারে ছেড়ে দাও,
পায়ের শৃঙ্খল তার দাও কেটে দাও !
ওরে—যাব, বড় সাধ—তুলে নে মায়ার ফাঁদ,
চক্ষের জলের বাঁধে—কেন মোরে বাঁধ ?
ঘোর প্রহেলিকাময়, সংসারের সুখচয়—
চাহি না ফিরিয়ে নে'রে, চাহি না এ প্রাণ,
চাহি না ভুলিয়ে দে রে—পাপময় ধ্যান !

(জনৈক মুনির গীত)

মূলতান—মধ্যমান।

রে মন, হরিনাম ভাবনা,
ঘুচিবে ভব-যাতনা ;
নিত্য ধনে ত্যজি কেন অনিত্যে বাসনা ?
ওই দিন ফুরাইল, তমঃরাশি সঞ্চারিল,

জান না রে দিনেকের—অমূল্য সময় গেল ;
তবে আর কেন মিছে অসারে কামনা ?
অলসে কেন রে মন, আছ সদা অচেতন,
কত দেখ কুস্বপন, নাহি কর গণনা,—
সেই সত্য,—মূঢ় মন, তাহে কেন মজ না ?

পরীক্ষিৎ। ভবের দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম অনিবার্য্য গতি,
কে আছে কে বুঝে এই ত্রিজগৎ মাঝে ?
আরে ভ্রান্ত—অজ্ঞান-মায়ায়!
এখনো কি না ঘুচে সংশয় ?
সংসারের মহাকূট তীব্র পরীক্ষায়,
কত দিনে—কত দিনে হবে পরীক্ষিত।
আরে ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত মোহপ্রাপ্ত জীব !
জ্ঞানচক্ষু কত দিনে খুলিবে তোমার ?
হে সংসার ! লভ' জ্ঞান হেরি মম দশা।
সবার সপ্তম দিন নির্দ্ধারিত প্রাণ !
কবে কোন্ বেশে এসে কৃতান্ত করালগ্রাসে-
গ্রাসিবে তোমায়, তাহা কভু কি ভেবেছ ?
অলক্ষ্যে আসিছে কাল ছায়ায় ছায়ায় ;
তাহে কেন এই বেলা না কর উপায় ?
মন্ত্রীবর ! শুন মম অন্তিম বচন ;—
ধরেছি নশ্বর দেহ, মৃত্যু-ভয় অহরহ,
আজি মাত্র আছে প্রাণ দেহে ;
ব্রহ্মশাপ নিশ্চয় ফলিবে,
কার সাধ্য কে লঙ্ঘিবে তাহা ?
জন্মেজয়ে ধর মন্ত্রী, সঁপিনু তোমায়,
অতি শিশুমতি পুত্র কিছুই জানে না,

সযতনে রাজনীতি শিখায়ো কুমারে,
মন্ত্রীর কর্ত্তব্য কাজ ক'র বিধিমতে।
পতিব্রতা সাধ্বী সতী হস্তিনা-ঈশ্বরি!
কি আর বুঝাব প্রিয়ে বুদ্ধিমতী তুমি।
চিরস্থায়ী নহে কভু সংসারের সুখ,
নিশার অসার স্বপ্নে কে করে প্রত্যয়?
রাজরাণী ছিলে তুমি পতি সোহাগিনী,
তিলেক শোকের ছায়া কভু না ভাবিতে,
জগতে তোমার মত কে সুখিনী ছিল?
আজি প্রিয়ে, ভেবে দেখ অনাথিনী তুমি।
এবে শিখ'—এ পৃথিবী পরীক্ষার স্থল!
সম্পদের ছলমাখা কুট পরীক্ষায়,
উত্তরিত হইয়াছ হরির কৃপায়!
যবে সতি, বিষাদের ঘোর কালময়
দারুণ দারুণ মেঘ হইবে উদয়;
প্রবল ঝটিকাস্রোত যখন বহিবে,
যখন অনন্তনীরে ডুবিবে ভাসিবে,
সেই এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষার দিন!
ক্ষণস্থায়ী সম্পদের সুখ,
চিরস্থায়ী বিপদের দুখ।
সেই পরীক্ষায় যদি পার উত্তরিতে,
অবার যুগল সাজে শোভিত জগতে।
স্থির হও—দৃঢ় কর শোকাচ্ছন্ন চিত,
স্বহস্তে সাজায়ে দাও অন্তিম-শয়ন,—
স্বামীর অন্তিম দশা দেখ প্রাণ ধরে,—
সচ্ছন্দে বক্ষেতে ধর বিপদ-অশনি,
সুখে দুখে সমভাব দেখাও পতিনি!
সমাগত হে ধীমান্—প্রকৃতিমণ্ডলি!

কেন আজি ক্ষুণ্ণ ভাব হেরি সবাকার,—
কেন চক্ষে জলধার বহে অনিবার ?
হৃদয়ের বল কই কোথায় দৃঢ়তা,—
স্থির ধীর শান্তিময় কই সে পূর্ণতা ?
ফুল্ল মনে হাসি মুখে দাও আলিঙ্গন,
কর কর বরিষণ আশীষ বচন।
কেন ভুলভাব সবে—এখনো বুঝাতে হবে,—
এখনো কি শোকাকুলা রমণী সমান রবে ?
এই বল, 'যেন এই অন্তিম দশায়,
গোবিন্দের পদপ্রান্তে পাই লুটাইতে,—
কাল-তৃষ্ণা তাঁর কাছে যেন মিটে যায় !'

মন্ত্রী। জেনে শুনে বুঝেও হে হস্তিনা-রাজন !
হতভাগ্য দাস পুনঃ কহিতে উদ্যত,
বুঝি বিধি অনুকূল হস্তিনার প্রতি।
ওই দেখ নরপতি ! ক্রমে দিবাপতি
হেমাভ রঞ্জিত দেহে হ'ন অবসান ;—
বোধ হয় শাপানল হইল নির্ব্বাণ !

পরীক্ষিৎ। আহা মায়ায় আচ্ছন্ন জীব !
মর হয়ে মর বিশ্বে লইয়ে জনম,
তবু সাধ সুদীর্ঘ জীবনে ?
জননীর বড় সাধ সন্তান রতন,
দিন দিন বড় হোক্ শশীকলা সম ;
এ দিকে যে সন্তানের আয়ু,—
অনন্ত কালের স্রোতে যেতেছে মিশিয়া,
মাতা কভু ভাবে না ত তাহা।
আছে প্রাণ অস্তোন্মুখ দিবাকর সনে !
যখন দুর্ভেদ্য তমঃ প্রকৃতির সনে,
যাইবে মিশিয়া ত্রিভুবনে ;

তখনি এ অন্তর-প্রকৃতি মাঝে,
অনন্ত আঁধার আসি লবে অধিকার!
ভ্রমতমঃ কর দূর হৃদয় হইতে,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ ঢেলে দাও চিতে,
হাসিতে হাসিতে মোরে দাও রে বিদায়।
হে সদস্যগণ!
সুস্বাদু তাপসদত্ত এ প্রসাদী ফল,
দাও মোরে করিতে ভক্ষণ,
সবাকার ভ্রমরাশি করিব অন্তর।

(তাপসদত্ত ফল লইয়া)

দেখ দেখ সুহৃৎমণ্ডলি!
তাম্র বর্ণ কৃষ্ণ আঁখি অণু পরিমাণ,
ক্ষুদ্র কীট ফল মাঝে করে অবস্থান,
হের ক্রমে হতেছে বর্দ্ধিত।
নারায়ণ! স্থান দাও অভাগায়!
সূর্য্যদেব—অস্তমিত পশ্চিম অচলে,
এই শেষ—শেষ নাম কর উচ্চারণ—
উচ্চৈঃস্বরে তোল সবে হরি হরি বোল!

(সকলের হরিধ্বনি)

নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত প্রাণ হে সভাস্থগণ!
আর মোর নাহি ভয় তক্ষকের বিষে!
মায়াবী এ কাল কীট,
তক্ষক হইয়ে মোরে করুক দংশন!
হউক মোচন মোর সংসার-বন্ধন,
ব্রাহ্মণের সত্যবাক্য হউক পূরণ!

(গলদেশে ফল অর্পণ)

সকলে। কি ভয় কি ভয়—জয় পরীক্ষিৎ জয় !

(অকস্মাৎ তক্ষক ফলমধ্য হইতে স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজার গ্রীবাদেশে বেষ্টন ও তর্জ্জন গর্জ্জন)

(সকলের আর্ত্তনাদ ও অস্থিরতা প্রকাশ)

পরীক্ষিৎ। পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্মশাপ হের রে জগৎ !
পূর্ণ হ'ল কালের কামনা !—
স্থির হয়ে দেখ দেখ—নিধন আমার !

(পতন)

মন্ত্রী। বিষাচ্ছন্ন স্তম্ভগৃহ বিষাচ্ছন্ন প্রাণ !
দেখিতে না পারি আর রাজার নিধন !
প্রজ্জ্বলিত মিশ্রিত অনল হলাহল,
শ্বাসরোধ করিল আমার !
হা নরনাথ !
শোকাবহ দৃশ্য আর না পারি দেখিতে,
বিষানলে জর্জ্জরিত—না পারি সহিতে !—

(সকলের মোহ)

(ইত্যবসরে তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন ও বিষাগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক শূন্যপথে প্রস্থান)

পরীক্ষিৎ। আঃ—
প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—হ'ল এতদিনে !
এতদিনে বিধিলিপি হইল পূরণ !
নারায়ণ, দেখা দাও অন্তিম সময়ে,

মহাপাপী আমি ;
দর্প চূর্ণ হয়েছে আমার,—
পরীক্ষিৎ-ব্রহ্মশাপ পূর্ণ এতদিনে !
কোথা হে পাণ্ডব সখা শ্রীমধুসূদন,
দরশন দেহ নাথ অন্তিম সময়ে।
এ পতিতে পতিত-পাবন !
যমজ্বালা দেহ ভুলাইয়ে !
পড়ে আছি মহা অন্ধকারে,
জ্যোতির্ম্ময়, একবার এস হে সম্মুখে,
পাদু'খানি বুকে তুলে দাও,
একবার কোলে তুলে নাও,
আর জ্বালা সহিতে পারি না !

পটপরিবর্ত্তন।

(দেবস্থান)

দিব্যরথে পাণ্ডবগণ ও সারথীবেশে বিষ্ণু ;
চতুর্দ্দিকে মুদিতনেত্রে দেবগণ।

এই যে আঁধার মাঝে পূর্ণালোকরূপে,
পূর্ণভাবে এসেছ হে পূর্ণমূর্ত্তি দেব !
আহা আহা মরি মরি মূর্ত্তি কি সুন্দর !
পিতৃপিতামহগণে, বুকে রেখে সযতনে,
আপনি সারথি হয়ে করিছ উদ্ধার !

জয় জয় বিশ্বাধার অচিন্ত্যস্বরূপ!
মুক্তিদাতা পাপীত্রাতা—
হে বিধাতা যমভীতিহারি!
ভব-ভয়হর',
রক্ষা কর পাপী পরীক্ষিতে,—
দেহ স্থান দিব্যরথে শ্রীচরণ পাশে!
মনোহর বিষ্ণুজ্যোতি খেলিছে আঁধারে,—
পূর্ণানন্দ লভিল অন্তর!—
নারায়ণ—নারায়ণ!—
গোবিন্দ—অনাথবন্ধু সত্য সনাতন!
প্রাণ ধায় পাপীর আশ্রয় রাঙ্গাপায়!
জড়িত রসনা—বহিশ্চক্ষু হইল নিস্তেজ—
কালরাত্রি হইল প্রভাত—
হরি—হরি—হরি—
জয় নারায়ণ!—

(মৃত্যু)

সকলে। (চেতনা পাইয়া) মহারাজ! কোথা গেলে ত্যজি পদাশ্রিতে!—

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আস্তীকপর্ব্বাধ্যায়ান্তর্গত
পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ সমাপ্ত।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের চরিত্রবৃন্দ।



বক্তা	...	...	লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ।
শ্রোতা	...	...	শৌনকাদি ষষ্ঠিসহস্রঋষি।

ধর্ম্ম।	কৃশ।
দেবদূত।	গৌরমুখ।
পরীক্ষিৎ।	ব্যোমচরগণ।
জন্মেজয়।	তক্ষক।
কাশ্যপ।	নাগগণ।
মন্ত্রী।	বিষ-বৈদ্যগণ।
কলি।	মুনিগণ।
শমীক।	প্রজাগণ।
শৃঙ্গী।	দূত।

স্ত্রীচরিত্র।

পৃথিবী।

দয়া।

মায়া।

দেববালাগণ।

রাণী।

সখীগণ।

পুরমহিলাগণ।